CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-242 ■ 3 June, 2026 ■ আগরতলা ৩ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

অন-স্ক্রিন-মার্কিং ব্যবস্থার তদন্তে কমিটি গঠন কেন্দ্রের

সিবিএসই মূল্যায়ন বিতর্ক সংসদে, রাঁচির ছাত্রের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে স্থায়ী কমিটি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২ জুন ।। সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) পদ্ধতি নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক মঙ্গলবার সংসদে পৌঁছাল। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য অসঙ্গতি এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ দিগ্বিজয় সিং-এর নেতৃত্বাধীন এই কমিটি দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশের পর মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করে। সাম্প্রতিক সময়ে নম্বর প্রদানের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রাঁচির দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সার্থক সিদ্ধান্ত। মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে তাঁর বিশদ বিশ্লেষণ দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বিষয়টিকে জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

মা, কাকা এবং ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সার্থক সংসদীয় কমিটির সামনে হাজির হন। তিনি একটি ১২ পাতার উপস্থাপনা জমা দেন, যেখানে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুতর অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সার্থকের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। এর ফলে বোর্ড পরীক্ষার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আরও বেশি জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার দাবি জোরালো হয়েছে।

বৈঠকের পর দিগ্বিজয় সিং বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি নিয়ে কমিটি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বিতর্কের প্রকৃত তথ্য জানতেই এই আলোচনা শুরু করা হয়েছে।বৈঠকে সিবিএসই-র চেয়ারম্যান রাহুল সিং এবং শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বোর্ডের মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে কমিটির সদস্যদের অবহিত করেন।

সূত্রের খবর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিষয়টির ওপর আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা চালাবে এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্কুল পরীক্ষাব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সুপারিশ করতে পারে।

এদিকে, সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থার জন্য পরিষেবা ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্র সরকার এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন দক্ষতা উন্নয়ন কমিশনের চেয়ারপার্সন এস. রাধা চৌহান। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্টটি জমা দেওয়া হবে কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের কাছে।

এদিকে, মঙ্গলবার সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য উত্তরপত্রের স্ক্যান কপিতে চিহ্নিত ত্রুটি যাচাই এবং উত্তর পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। এই সুবিধা শুধুমাত্র তাঁদের জন্য উপলব্ধ, যারা ইতিমধ্যেই মূল্যায়িত উত্তরপত্রের স্ক্যান কপি সংগ্রহ করেছেন।

তবে পোর্টাল চালু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একাধিক সাইবার হামলার চেষ্টা ধরা পড়ে। সিবিএসই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অসাধু সাইবার হামলাকারীরা পরিষেবা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক আক্রমণ চালায়। বোর্ডের দাবি, সর্বশেষ 'ডিনায়াল অব সার্ভিস' (ডিওএস) হামলার চেষ্টায় মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে পোর্টালে প্রায় ১৫ লক্ষ হিট আসে। পাশাপাশি এক লক্ষেরও বেশি অননুমোদিত ফাইল অ্যাক্সেসের চেষ্টা শনাক্ত করা হয়েছে। সিবিএসই জানিয়েছে, তাদের প্রযুক্তি দল পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখছে এবং শিক্ষার্থীদের পরিষেবা যাতে নির্বিঘ্নে দেওয়া যায়, সে জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পোর্টালটি একসঙ্গে ৮,০০০-এরও বেশি ব্যবহারকারীকে পরিষেবা দিতে সক্ষম। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী সফলভাবে তাঁদের আবেদন জমা দিয়েছেন।

সিবিএসই আরও জানিয়েছে, পুনর্মূল্যায়ন ও যাচাইয়ের জন্য অনলাইন পোর্টাল আগামী ৬ জুন পর্যন্ত খোলা থাকবে। নির্ধারিত সময়সীমার পর জমা দেওয়া কোনও আবেদন বা অফলাইন অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।

সীমান্ত নিরাপত্তা ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যস্তসূচি

দুদিনের রাজ্য সফরে আসছেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ৪ জুন দু'দিনের রাজ্য সফরে ত্রিপুরায় আসছেন। তাঁর এই সফরকে ঘিরে প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৪ জুন সন্ধ্যায় অসম থেকে বিমানে আগরতলায় পৌঁছাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আগরতলায় পৌঁছানোর পর তিনি শালবাগানে অবস্থিত বিএসএফের সদর দপ্তরে রাত্রিযাপন করবেন।

সফরের দ্বিতীয় দিন ৫ জুন সকালে আগরতলায় পুরাতন রাজভবন প্রাঙ্গণে প্রস্তাবিত পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল প্রকল্পের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন অমিত শাহ। এরপর দুপুরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লংকামুড়া এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন বিএসএফের একটি সীমান্ত চৌকি পরিদর্শন করবেন তিনি।

একই দিনে শালবাগানে বিএসএফ সদর দপ্তরে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ মহানির্দেশক (ডিজিপি), বিএসএফের আইজি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা। সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ রোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এই বৈঠকে গুরুত্ব পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৈঠক শেষে ৫ জুন বিকেলে বিমানে রাজ্য ত্যাগ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। সফর নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করার কাজ চলছে। প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা এবং নিরাপত্তা বাহিনী সমন্বয়ের মাধ্যমে সফরের সার্বিক ব্যবস্থা তদারকি করছে।

১৬ মাস বাংলাদেশে জেল খেটে ফিরলেন ত্রিপুরার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। প্রায় ১৬ মাস বাংলাদেশে কারাবন্দি থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরলেন ত্রিপুরার আমতলী এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ চন্দ্র পাল। সোমবার খোয়াই জেলার পাহাড়মুড়া সীমান্ত গেট দিয়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশ প্রশাসন।

সকাল প্রায় সাড়ে ১১টায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আসন্ন ত্রিপুরা সফরের ঠিক আগে এই প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ায় বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ৫ জুন তাঁর রাজ্যে এসে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করার কথা রয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর চার মাস আগে বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগে প্রদীপ চন্দ্র পালকে আটক করে সেদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে নির্ধারিত সাজা ভোগের পর ভারত ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মকুণ্ডে সেতুর অ্যাপ্রোচ অংশে ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। আগরতলা-সিমনা সড়কের ব্রহ্মকুণ্ড শিববাড়ি সংলগ্ন পাকা সেতুর অ্যাপ্রোচ অংশে ধস নামায় চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। সেতুর একাংশের অ্যাপ্রোচ ওয়াল এবং সংলগ্ন মাটি ধসে পড়ায় বর্তমানে যান চলাচলের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই সেতুটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের প্রয়োজন থাকলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের কল্যাণে শিক্ষিত, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যুব সম্প্রদায় দরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রাজ্যে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজেস এবং দ্য সেন্টার ফর হিউম্যান অ্যাক্সিলেন্স স্থাপনের উদ্দেশ্যে আজ দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগরের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হিউম্যান অ্যাক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ আগামী দিনে এক মাইলফলক হিসাবে পরিগণিত হবে। যা রাজ্যের যুব সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং দক্ষতা উন্নয়নে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এক সুদূরপ্রসারী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজে জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ সহ হিন্দি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা শেখানো হবে। তাছাড়া হিউম্যান অ্যাক্সিলেন্স সেন্টারে থাকবে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরিজ, ধ্যান হল, স্মার্ট ক্লাস প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সময়ে যুব সমাজ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এখান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ জুলাইয়ের মধ্যে পর্ষদের বছর বাঁচাও পরীক্ষা ঃ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। আগামী ৬ জুলাইয়ের মধ্যে বছর বাঁচাও পরীক্ষা শুরু হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী।

তিনি জানান, পরীক্ষার ফল প্রকাশের ২ মাসের মধ্যে এই বছর বাঁচাও পরীক্ষা হয়। যেসব শিক্ষার্থী সর্বাধিক দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তারা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

ড. চৌধুরী আরও বলেন, উত্তরপত্র পুন:মূল্যায়নের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। তবে উত্তরপত্র স্ব-পরিদর্শনের জন্য আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৯ জুন। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর চলতি শিক্ষাবর্ষের বোর্ড পরীক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম শেষ হবে।

শিক্ষা মহলে 'বছর বাঁচাও' প্রকল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি দ্বিতীয় সুযোগ এনে দেয়, যাতে সামান্য ব্যবধানে অকৃতকার্য হওয়ার কারণে তাদের পুরো একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট না হয়।

অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মতে, এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি তাদের উচ্চশিক্ষার পথও সুগম করে। ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী নতুন উদ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

স্বামীর রডের আঘাতে জখম স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২ জুন ।। সিপাহিজলা জেলার কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে এক গৃহবধূকে লোহার রড দিয়ে আঘাত করার অভিযোগে স্বামীকে আটক করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, আহত গৃহবধূ রোজিনা বেগম (২৫) কাঠালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদ্যাখলা এলাকার বাসিন্দা। তিনি তাঁর ছোট সন্তানকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪ জুন কেরলে বর্ষার প্রবেশ

নয়াদিল্লি, ২ জুন।। কয়েক দিনের বিলম্বের পর আগামী ৪ জুন কেরলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে দেশের ২০২৬ সালের বর্ষা মৌসুম।

আইএমডি জানিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্ষার প্রথম ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে কেরলে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আগামী ছয় থেকে সাত দিনের মধ্যে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আরব সাগরের উপর আর্দ্রতাবাহী মৌসুমি বায়ু শক্তিশালী হয়ে উত্তরমুখী অগ্রসর হওয়ায় এই বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

ভারতের কৃষি, জলসম্পদ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য বর্ষার আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষিজমি সেচের জন্য মৌসুমি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি জলাধার পূরণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্রীষ্মের তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে স্বস্তি দিতেও বর্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিকূল আবহাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। আইএমডি সতর্ক করেছে যে আগামী সপ্তাহে উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং দক্ষিণ উপদ্বীপীয় ভারতের বিভিন্ন অংশে মাঝারি থেকে তীব্র বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বজ্রঝড়ের সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর ফলে খোলা জায়গায় কাজকর্ম, অস্থায়ী নির্মাণ, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো এবং কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার এবং স্থানীয় আবহাওয়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিল্লি-এনসিআর, রাজস্থান, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় বজ্রঝড় এবং দমকা হাওয়ার প্রভাবে সাম্প্রতিক তাপপ্রবাহ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। একই ধরনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের নাম ঘোষণা

রাজ্য কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে বিশেষ উদ্যোগ ঃ আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রাজ্যে কংগ্রেস দলকে আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তুলতে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক শেষে রাজ্যে ফিরে এসে এ কথা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

তিনি জানান, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন, জেলা কমিটি এবং অন্যান্য সাংগঠনিক স্তরকে সর্বসম্মতিক্রমে নতুনভাবে সাজানো হবে। সংগঠনকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত, সারা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও গত ২২ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক সৃজন অভিযান পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের নয়টি সাংগঠনিক জেলায় দলের বর্তমান অবস্থা, সাংগঠনিক শক্তি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের জমা দেওয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে দিল্লিতে তলব করা হয়। সেখানে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানান আশীষ কুমার সাহা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, সংগঠনকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত আরও শক্তিশালী করতে এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে রাজ্যের সকল স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

দলের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি ও জনসংযোগ আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিকে, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটির (ডিসিসি) সভাপতিদের নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অবিলম্বে ত্রিপুরার জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির সভাপতিদের নিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

এআইসিসি জানিয়েছে, 'সংগঠন সৃজন অভিযান'-এর অংশ হিসেবেই এই নিয়োগগুলি করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় নিযুক্ত এআইসিসি পর্যবেক্ষকরা দলের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ থাকার অভিযোগে বিডিও'র কাছে কৈয়ফৎ চাইলেন প্রধানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। অমরপুর ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার অমরপুর বিডিও অফিসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ও বিল প্রদানে স্থবিরতার অভিযোগ তুলে প্রায় ১০ জন পঞ্চায়েত প্রধান বিডিও অফিসে উপস্থিত হয়ে বিডিওর কাছে জবাবদিহি দাবি করেন।

পঞ্চায়েত প্রধানদের অভিযোগ, প্রাক্তন বিডিও উৎপল দাসের বদলির পর থেকে অমরপুর ব্লকের উন্নয়ন কার্যত থমকে রয়েছে। তাঁদের দাবি, বর্তমান বিডিও সঞ্জীব দেবনাথ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। পাশাপাশি সম্পন্ন হওয়া বিভিন্ন কাজের বিলও দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে, যার ফলে পঞ্চায়েতগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এদিন বিডিও অফিসে উপস্থিত হয়ে পঞ্চায়েত প্রধানরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু করার দাবি জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিডিওর সঙ্গে তাঁদের তর্ক-বিতর্কের ঘটনাও ঘটে। অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেই কয়েকজন জনপ্রতিনিধি বিডিওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, বিডিও সঞ্জীব দেবনাথ অভিযোগগুলি অস্বীকার করে জানান, পঞ্চায়েত প্রধানরা প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নন। নিয়ম মেনেই প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজের অচলাবস্থা দূর করে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে কিনা, সেদিকেই এখন নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

১৫ জুন প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী ১৫ জুন প্রকাশ করা হবে। এ তথ্য জানান ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন।

তিনি সাংবাদিকদের জানান, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা ২ জুন প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৯ জুন পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়া যাবে। এরপর সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করে ১৫ জুন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

অনুরাগ সেন বলেন, টিটিএএডিসির সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভিলেজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 03-06-2026, 00:49

জাগরণ
আগরতলা ৩ জুন, ২০২৬ ইং
১৯ জৈষ্ঠ্য, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

প্লাস্টিকের ব্যবহার বিপজ্জনক

প্লাস্টিক কিংবা পলিব্যাগ এর ব্যবহার বিপদজনক হইয়া উঠিতেছে। জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বড় ধরনের বাধার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। গত তিনদিন ধরিয়া আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ইহার পিছনেও প্লাস্টিকের ব্যবহার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে। কেননা বিভিন্ন জল নিষ্কাশনে ড্রেনগুলিতে পলিব্যাগ কিংবা প্লাস্টিক ফেলার পরিণতিতে জল তার নির্ধারিত গতিতে নিষ্কাশিত হইতে পারে নাই। জল জমাট বাঁধিয়া ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। ‘প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে ‘গেল গেল’ রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে নিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

কলাছড়ায় ফের মোটরসাইকেল চুরি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ জুন: সাব্রুম মহকুমার কলাছড়া এলাকায় একের পর এক বাইক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। কয়েকদিনের ব্যবধানে ফের একটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা সামনে আসায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জুলাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বৈদ্য সম্প্রতি কলাছড়া এলাকার তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সেখানে নিজের মোটরসাইকেলটি রেখে তিনি পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, বাড়ির সামনে রাখা মোটরসাইকেলটি নিখোঁজ।

চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির নিবন্ধন নম্বর টিআর ০৮ত্ত এ ত্ত৯৬৬৭। ঘটনার পর পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি চালালেও মোটরসাইকেলটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে বিষয়টি মনুবাজার থানায় জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে। চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন সূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, মাত্র চারদিন আগে কলাছড়া রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি স্কুটি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার তদন্ত এখনও চলমান থাকতেই ফের মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক এবং ধারাবাহিক চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক।

ডিম ছোঁড়াকে কেন বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হয়?

জান্নাতুল তানভী

কোনো ব্যক্তির ওপর ডিম নিক্ষেপ করে ক্ষোভ প্রকাশের বা প্রতিবাদ জানানোর উদাহরণ কেবল বাংলাদেশেই নয়, বরং বিশ্বের বহু দেশেই রয়েছে। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার সময় ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ও এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। ডিম নিক্ষেপের মতো কাজকে অনেকে অশোভন বা অন্যায় আচরণ মনে করলেও এর পেছনে রয়েছে অনেক পুরোনো বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস।

প্রতিবাদের এই রূপ, যা “এগিং” নামেও পরিচিত, তা কেবল ক্ষোভ প্রকাশ নয়, বরং কখনো কখনো রাজনীতিতে বার্তা পৌঁছে দিতেও ব্যবহৃত হয়। ভিন্নমত প্রদর্শন এবং কাউকে অপমান, অবমাননা, অশ্রদ্ধা, অসম্মান করার হাতিয়ার হিসেবেও ডিম নিক্ষেপের মতো পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাজপরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী বা মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, এমন ব্যক্তিদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতেও ডিম ছোঁড়ার ইতিহাস রয়েছে। আর কেবল ডিমই নয়, বরং পচনশীল খাদ্যদ্রব্য ছোঁড়ার প্রচলনও মধ্যযুগ থেকেই।

প্রতিবাদ করতে কোনো ব্যক্তির মুখে বা গায়ে ডিম ছাড়াও শালগম বা টমেটোর মতো সবজি, কেক বা চকলেটও ছুঁড়ে মারার ইতিহাস রয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ডিম বা যে কোনো সবজি বা পচনশীল বস্তু ছুঁড়ে মারার যে ইতিহাস পাওয়া যায় সেটা বেশ পুরোনো। প্রাচীন যুগে শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হতো বা প্রতিবাদ জানানো হতো বিভিন্ন খাবার ছুঁড়ে।

রোমান শাসক ভেসপাসিয়ানের কঠোর নীতির কারণে ৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুব্ধ জনগণ তার ওপর শালগম ছুঁড়ে মেরেছিল বলে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্যযুগে ঘৃণা ও শাস্তির অংশ হিসেবে কারাবন্দিদের ওপর ডিম ছুঁড়ে মারার নজির রয়েছে। বন্দিদের একটি নির্দিষ্ট কাঠের ফ্রেমে বেঁধে রাখা হতো এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ তাদের ওপর ডিম ছুঁড়ে মারতো। ক্ষোভ, ঘৃণা বা প্রতিবাদের এই রীতি একপর্যায়ে থিয়েটার জগতেও ছড়িয়ে পড়ে। এলিজাবেথীয় যুগে থিয়েটারে অভিনেতাদের অভিনয়ে সন্তুষ্ট না হলে বা খারাপ অভিনয়ের প্রতিবাদে তাদের ওপর পঁচা ডিম ছুঁড়তো দর্শকরা। ইংরেজ লেখিকা জর্জ এলিয়ট ১৮৩০ এর দশকের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস “মিডলমার্চ” এও ডিম ছোঁড়ার ঘটনা রয়েছে।

এই উপন্যাসের চরিত্র মি. ব্রুক নির্বাচনী ভাষণের সময় “অপমানকর” এই ঘটনার শিকার হন। ‘অপ্রত্যাশিতভাবে একটি ডিম এসে মি. ব্রুকের কাঁধে ভাঙলো.... এরপর যেন ডিমের শিলাবৃষ্টি নামলো। মূলত তার ছবিকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হচ্ছিলো। কিন্তু মাঝে মাঝে অনেকটা কাকতালীয়ভাবে যেন আসল ব্যক্তিকেও আঘাত করা হচ্ছিলো,’ মি. ব্রুককে ডিম নিক্ষেপ করে কীভাবে অপমান করা হয়েছিলো তা মিজ এলিয়টের বইয়ে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

রাজা থেকে রাজনৈতিক কর্মী, বাদ নেই কেউ ব্রিটেনে প্রতিবাদ জানাতে ডিম ছুঁড়ে মারার ইতিহাস দীর্ঘ। ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস এবং কুইন কনসর্ট ক্যামিলা ২০২২ সালের নয়ই নভেম্বর ইয়র্কের মিকলগেট বারে এক রাজ সফরের সময় ডিম ছুঁড়ে মারার মতো ক্ষোভের মুখে পড়েন। প্যাট্রিক থেলওয়েল নামে ২৩ বছর বয়সী এক যুবক রাজাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি ডিম ছুঁড়ে মারেন। সেসময় তিনি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তবে একটি ডিমও রাজার গায়ে লাগেনি। সবগুলো ডিমই তার আশেপাশে পড়েছিলো অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলো।

পরে ইয়র্কের এক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মি. থেলওয়েলের বিচার হয়। রাজার দিকে ডিম ছুঁড়ে মারার কথা স্বীকার করে তিনি দাবি করেছিলেন, এটা ছিল ‘লফুল ভায়োলেন্স বা আইনি সহিংসতা’। পরে জনশৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন মি. থেলওয়েল। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ১৯৯০ সালের নির্বাচনে এবং তার আগে ছাত্র আন্দোলনের সময় ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন। যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ১৯৯২ সালের মে মাসে সাউদাম্পটনে একটি নির্বাচনী প্রচারণার সময় এমন ঘটনার শিকার হন। ক্ষুব্ধ একজন ব্যক্তির ছোঁড়া ডিম সরাসরি তার মুখে এসে লাগে। ২০০১ সালে নর্থ ওয়েলসে ব্রিটেনের তৎকালীন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার জন প্রেসকটকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়েন একজন খামার শ্রমিক।

একেবারেই নিখুঁত ছিল ওই শ্রমিকের নিশানা। এই ঘটনায় মি. প্রেসকটও সরাসরি ওই শ্রমিকের মুখে ঘুষি মারেন।

ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা নিক গ্রিফিন ২০০৯ সালের নয়ই জুন সংসদের বাইরে এক সংবাদ সম্মেলন করার সময় ডিম হামলার শিকার হন। পরে ওই সংবাদ সম্মেলনটি আর করেননি তিনি।

২০১০ সালের ২১শে এপ্রিল বিবিসি নিউজে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়, কনজারভেটিভ নেতা ডেভিড ক্যামেরনও ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন। সেসময় একজন কিশোর নির্মাণ শ্রমিকের ছোঁড়া ডিম তার কাঁধে লেগেছিলো। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং লেবার পার্টির নেতা এড মিলিব্যান্ডও এমন ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। ২০১৩ সালে সাউথ লন্ডনের ওয়ালওয়ার্থ মার্কেটে হাঁটার সময় ডিম হামলার শিকার হয়েছিলেন। যুক্তরাজ্যের ইনডিপেনডেন্স পার্টির নেতা নাইজেল ফারাজ নটিংহামে নির্বাচনী এক সমাবেশে ২০১৪ সালে এমন ডিম হামলার শিকার হন। যুক্তরাষ্ট্রে হলিউড তারকা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার ২০০৩ সালে এমন প্রতিবাদের শিকার হন। ক্যালিফোর্নিয়ায় গভর্নর পদে নির্বাচনের প্রচারণার সময় এক জনসভায় এক ব্যক্তি তার ওপর ডিম ছুঁড়ে মারেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার সময় ২০০৪ সালে ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ এমন আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। প্রথমে অনেকেই ইট ছোঁড়া হয়েছে ভেবে তাকে আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। কিন্তু পরে দেখা যায় সেটা ডিম ছিল। অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রচারণা চলাকালীন সময়ে ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনকে লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়েছিলেন এক ব্যক্তি। ডিমটি মি. মরিসনের মাথায় লাগলেও সেটি ভাঙেনি। বিবিসির সেসময়ের এক খবরে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ ২৫ বছর বয়সী এক নারীকে এ ঘটনায় গ্রেফতার করেছিলো।

২০২২ সালে উত্তর ফ্রান্সে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী প্রচারণার সময় ক্ষোভের মুখে পড়েন অতি ডানপন্থি দল ন্যাশনাল র‍্যালির নেতা মেরিন লে পেন। ডিমটি মিজ পেনের গায়ে পড়ার আগেই দেহরক্ষী তা ধরে ফেলেন। ডিম ছাড়া প্রতিবাদের অন্য যেসব উপকরণ ইরাক যুদ্ধের সময় ২০০৮ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে লক্ষ্য করে জুতা ছুঁড়ে ব্যাপক আলোচিত হন ইরাকি সাংবাদিক মুনতাধার আল জাইদি। একটি সংবাদ সম্মেলন চলার সময়ে প্রেসিডেন্টকে লক্ষ্য করে মি. জাইদি দুইটি জুতা ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু তিনি সরে যাওয়ায় সেগুলো তার গায়ে লাগেনি। এই ঘটনায় তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিলো ওই সাংবাদিকের। পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কারো প্রতি ক্ষোভ জানাতে তার ওপর জুতা ছোঁড়া হয়। কারো ওপর দই ছুঁড়ে মেরে যে প্রতিবাদ করা হয় গ্রিসে সেটি “ইয়াউরটামা” নামে পরিচিত। রাশিয়া ও ইউক্রেনে নুডলস কানে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। এর মাধ্যমে তাকে বিদ্রুপাত্মকভাবে উপস্থাপন ও ব্যঙ্গ করা হয়। ইউক্রেন নিয়ে বিতর্কিত তথ্য উপস্থাপন করায় রাশিয়ান কনস্যুলেটের গেটে নুডলস ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো ইউক্রেনিয়ানরা। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীকে চেয়ারের হাতল ও পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারা হয়। আহত অবস্থায় রক্তক্ষরণের পরে মারা যান মি. আলী।

বাংলাদেশে ডিম নিক্ষেপের যেসব ঘটনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বব্যাপী মানুষ ক্ষোভ প্রকাশের অংশ হিসেবে ডিমসহ বিভিন্ন কিছ ঢিল ছুঁড়ে মারার যে আচরণ দেখা যায়, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ ঘটনার ভয়াবহতা বোঝাতে আশির দশকের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, সেই তুলনায় ক্ষোভ প্রদর্শনের অহিংস পন্থা কারো গায়ে ডিম ছোঁড়া। রাজধানীর পল্টনে বায়তুল মোকাররমের সামনে ১৯৮০ সালের মে মাসে খন্দকার মোশতাক আহমেদের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগের এক সমাবেশে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।

ওই সমাবেশে বিষধর সাপও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো বলে উল্লেখ করেন মি. আহমদ। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে গত বছরের ২২শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যান এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও তার দলের কয়েকজন নেতা। সেখানে পৌঁছেই জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মি. হোসেন ডিম নিক্ষেপের মতো এমন প্রতিবাদের মুখে পড়েন। ডিমটি তার পিঠে পড়ে ভেঙে গেছে এমন ভিডিও সেসময় ভাইরাল হয়। এই ঘটনায় মামলাও দায়ের করা হয়। নিউ ইয়র্ক পুলিশ আওয়ামী লীগের এক কর্মীকে আটক করে সেসময়। এই দলেরই আরেক নেতা নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী মঙ্গলবার বাংলাদেশে এক সমাবেশে গেলে তার ওপর ডিম ছুঁড়ে মারা হয়। শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর গ্রেফতার তার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও মানুষের ক্ষোভের শিকার হন।

২০২৪ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকার একটি বিচারিক আদালতে হাজির করা হলে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা তাদের ওপর জুতা ও ডিম নিক্ষেপ করে। কয়েকটি ডিম মি. হকের হেলমেটেও লাগে। এছাড়া আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও লোকসঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগমও মানিকগঞ্জ আদালতে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন। বিভিন্ন স্লোগান দেওয়ার সাথে সাথে মিজ বেগমের ওপর ডিম ও জুতা নিক্ষেপ করে বিক্ষুব্ধ মানুষ। গত বছর জুনে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদাকে ঢাকায় তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে হেনস্তা করে একদল লোক।

ওই সময় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নানাভাবে হেনস্তাসহ কেউ কেউ নূরুল হুদার দিকে ডিম ছুড়ে মারছে। পরে মি. হুদাকে পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিবাদের অর্থ কী?

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ জানান, বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ বা ক্ষোভ প্রকাশের এই ভাষা দেহে বা শারীরিকভাবে আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য করা হয়। এটা মূলত অহিংস প্রতিবাদ বলে উল্লেখ করেন মি. আহমদ। ‘যার ওপর ডিম ছুঁড়ে মারা হয় এটাকে একটা অপমান হিসেবে দেখা হয়। এখানে ব্যাপারটা দেহে আঘাত পাওয়ার চাইতে ইজ্জতে আঘাত পাওয়াটা বেশি প্রমিনেন্ট হয়। তাকে সামাজিকভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যে করা হয়,’ বলেন মি. আহমদ। মি. আহমদ বলছিলেন, একটা সময় ক্ষোভ প্রকাশ করতে বাংলাদেশে পঁচা ডিম ছুঁড়ে মারা হতো। এখন আর সেটা শোনা যায় না। এসবই এই প্রতিবাদের ভাষার প্রতীকী তাৎপর্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মি. আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘সবসময় যে রাজনৈতিক প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ডিম ছোঁড়া হয় বিষয়টি এমন নয়। অনেক সময় মানুষ কেবল অপরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতেই এটা করে।’

> লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ জানান, বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ বা ক্ষোভ প্রকাশের এই ভাষা দেহে বা শারীরিকভাবে আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য করা হয়। এটা মূলত অহিংস প্রতিবাদ বলে উল্লেখ করেন মি. আহমদ। যার ওপর ডিম ছুঁড়ে মারা হয় এটাকে একটা অপমান হিসেবে দেখা হয়।

ভাগ্যের এক চমক: ভুল থেকে যেভাবে ম্যাচ বা আধুনিক দেশলাইয়ের আবিষ্কার

সোয়ামিনাথন নটরাজন

আজ থেকে ২০০ বছর আগে, ১৮২৬ সালে অসাবধানতায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা পরিণত হয়েছিল সৌভাগ্যে, যেটি পরে মানবজাতির আলো ও তাপ তৈরির পদ্ধতিকেই চিরতরে বদলে দেয়। জন ওয়াকার নামের একজন ইংরেজ ফার্মাসিস্ট বিস্ফোরক তৈরির জন্য রাসায়নিকের মিশ্রণ করছিলেন। তখন মিশ্রণে ভেজানো একটি কাঠি ভুলবশত তার ফায়ারপ্লেসের সামনে একটি পাথরে আঘাত করলে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। ওয়াকারের জন্ম ১৭৮১ সালে, ডারহামের বন্দরনগরী স্টকটন-অন-টিস-এ, শিল্প বিপ্লবের মাঝামাঝি সময়ে। কাছাকাছি সময়েই, ১৭৭৬ সালে বাণিজ্যিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন। এ ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহারকারী প্রথম পাবলিক রেলওয়ে ১৮২৫ সালে স্টকটনে পৌঁছায়। চার বছর পর জর্জ স্টিফেনসনের "রকেট", যেটি মূলত আরেকটু আধুনিক বাষ্পীয় ইঞ্জিন বা স্টিম লোকোমোটিভ, সেটি প্রমাণ করে যে এর ব্যবহারে ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে যাত্রীবাহী ট্রেন। ঘোড়ায় চড়ে ১২ দিন পর যে গন্তব্যে পৌঁছানো যেত, সেটা মাত্র আট ঘন্টায় সম্পন্ন হতে থাকে। তবু এই বন্দুক উৎস বা ইঞ্জিনে আগুন জ্বালাতে মানুষ তখনও চকমকি পাথর ও ইস্পাত ব্যবহার করছিল, অথবা সব সময়ই অঙ্গার বা কয়লা জ্বালিয়ে রাখতে হতো।

ওয়াকারের আকস্মিক আবিষ্কার আগুন তৈরির উৎপাদন, ব্যবহার ও বহনযোগ্যতায় বিপ্লব না আনা পর্যন্ত এই অবস্থা চলছিল।

ওয়াকার একজন প্রশিক্ষিত সার্জন ছিলেন, তবে ১৮শ শতকের অপারেশন থিয়েটারের রক্তাক্ত পরিবেশে বিরক্ত হয়ে তিনি আবার প্রশিক্ষণ নিয়ে “ড্রাগিস্ট” হন।

১৮২৬ সাল নাগাদ তিনি মানুষের পাশাপাশি ঘোড়া, গরু, এমনকি মুরগির জন্যও ওষুধ তৈরি করেছিলেন বলে লেখক অ্যালান মিডলটনের লেখায় উঠে আসে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওয়াকার রাসায়নিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করছিলেন।

‘ওয়াকার একজন বুদ্ধিমান এবং খুবই সদয় মানুষ ছিলেন, কেউ কেউ তাকে একটু আলাদা ধরনের মানুষ বলেও মনে করেন,’ বলেন মিডলটন। ‘তার একটি বড় আগ্রহের জায়গা ছিল রসায়ন এবং তিনি তার কৃষক বন্ধুদের জন্য পারকাশন ক্যাপ (যে বন্দুক ছুঁড়তে সাহায্য করে) তৈরি করতে রাসায়নিক মিশ্রণ করতেন। একদিন তিনি একটি নির্দিষ্ট মিশ্রণ তৈরি করে শুকোতে রাখেন। শুকিয়ে গেলে তিনি কাঠের টুকরাটি চুল্লির পাথরে আঘাত করেন এবং সেটিতে আগুন ধরে যায়।’ ‘এটি ছিল এক অসাধারণ মুহূর্ত, যা তখন পর্যন্ত পৃথিবীর আর কেউ করেনি। তিনি এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। এটি ১৮২৬ সালের কোনো এক সময় ঘটে, সঠিক তারিখ আমরা জানি না, তবে প্রথম বিক্রি হয় ১৮২৭ সালের এপ্রিল মাসে।’ ’তিনি এগুলোকে “ফ্রিকশন ম্যাচেস” নাম দেন এবং এগুলো প্রথমে শতকে গণনা করে টিনের কৌটায় বিক্রি হতো।’

ওয়াকারের “ফ্রিকশন লাইটস” ছিল খুব পাতলা চ্যাপ্টা কাঠির টুকরো, যার একপ্রান্ত পটাশিয়াম ক্লোরেট, অ্যান্টিমনি সালফাইড, গাম অ্যারাবিক বা উদ্ভিদ থেকে পাওয়া এক ধরনের আঠা ও একটি গাম মিশ্রণে ডুবানো থাকত। ভাঁজ করা স্যান্ডপেপার বা শিরিষ-কাগজে ঘষা হলে দেশলাইটি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠত। তবে তার সূত্রটি গোপন রেখেছিলেন, কখনও পেটেন্ট করেননি। তার পণ্য ছিল সাশ্রয়ী এবং তিনি স্টকটনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হন। তবে “ফার্মাসিউটিক্যাল জার্নাল” অনুযায়ী, ‘ওয়াকারের দেশলাই নিখুঁত ছিল না। জ্বলন্ত সালফারের আস্তরণ কখনও কখনও কাঠি থেকে পড়ে যেত, ফলে মেঝে বা ব্যবহারকারীর পোশাক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকত।’ ১৮২৯ সালে, লন্ডনের স্যামুয়েল জোন্স নিজের উদ্ভাবিত “লুসিফার” বাজারে আনেন, যা ওয়াকারের ফ্রিকশন লাইটস-এর হুবহু অনুকরণ ছিল এবং প্রথম বারের মতো এর ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। ব্রিটিশ ম্যাচবক্স লেভেল অ্যান্ড বুকম্যাচ সোসাইটি বা বিএমএলঅ্যান্ডবিএস-এর সভাপতি ডেরেক জাড বিবিসি নিউজকে বলেন, এরপরই অন্যরা ম্যাচ তৈরির সূত্র আরও উন্নত করতে শুরু করে। প্যাকেজিং টিনের আকার কমে কার্ডবোর্ডে আসে, কিন্তু ১৮৪৪ সালের একটি সুইডিশ সংস্করণে আধুনিক দেশলাই বাক্স জনপ্রিয় হয়। ‘এটাই প্রথম দেশলাই বাক্স যা আসলে পেটেন্ট করা হয়েছিল,’ বলেন জাড। পরবর্তীতে অনেক এলাকায় দেশলাই তৈরি একটি গৃহভিত্তিক শিল্পে পরিণত হয়। ঘরে বসে উৎপাদন করার এই কাজটি পরিবারগুলোর জন্য কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তাদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হয়ে যায়।

‘কারখানার আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী নারী ও শিশুরা পিসওয়ার্ক পদ্ধতিতে (উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক) বাক্স তৈরি করত,’ বলেন জাড, ’পরে যন্ত্রপাতি এলে এটি বহু-মিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় পরিণত হয়।’

তবে দেশলাইয়ের পরবর্তীতে আরেকটি আবিষ্কার, সিগারেট লাইটার, এই শিল্পে উল্লেখযোগ্য পতন ঘটায়। ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাটি ছোট হয়ে গেছে,’ বলেন জাড, ‘অনেক কোম্পানি হারিয়ে গেছে।’ তবুও দেশলাই আজও বিশ্বজুড়ে বহুল ব্যবহৃত এবং যদিও এটি এখনো একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, মিডলটনের মতে- এখন এটি একটি ফ্যাশন উপকরণেও পরিণত হয়েছে, যেখানে কাস্টমাইজড প্যাকের দাম ২৫০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। তবে এর উদ্ভাবক এখনও তুলনামূলকভাবে অপ্রকাশিত এবং মিডলটন ও জাড উভয়েই একমত যে ২০০ বছর পর ওয়াকার আরও বড় স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। ‘ওয়াকার এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজের আবিষ্কারকে অনুসরণ করতে চাননি, ’ বলেন জাড, ‘যদি তিনি তা করতেন, তবে তিনি বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব হতে পারতেন।’ তবে সৌভাগ্যক্রমে, স্টকটনের মানুষও জন ওয়াকারের অবদান একইভাবে মনে করেন। অনেকেই আশা করছেন, এই বছরের এবং আগামী বছরের উদ্যাপন, যার সূচনা ২৯ মে, ওয়াকারের জন্মদিনে, অবশেষে এই অসাধারণ স্থানীয় উদ্ভাবককে প্রাপ্য স্বীকৃতি দেবে। ‘আমরা আশা করি যে চলতি বছর ও আগামী বছরে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরও বেশি মানুষ দৈনন্দিন ব্যবহৃত দেশলাইয়ের উন্নয়নে তার ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে,’ বলেন কাউন্সিল নেতা লিসা ইভান্স। ’ফ্রিকশন ম্যাচের আবিষ্কারের ফলে খুব কম পরিশ্রমে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল।

‘দেশলাইয়ের প্রবর্তন শিল্পক্ষেত্র ও দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজে অনেক সহজতা ও গতি এনে দেয় তিনি যে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর উপস্থিতিতে তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

বিবাহিত কন্যাদের সহানুভূতিমূলক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা অসাংবিধানিক: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ জুন (আইএএনএস) : শুধুমাত্র বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনও বিবাহিত কন্যাকে সহানুভূতিমূলক ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকানের ডিলারশিপ (ফেয়ার প্রাইস শপ) থেকে বঞ্চিত করা যায় না বলে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, এ ধরনের বঞ্চনা অসাংবিধানিক লিঙ্গভিত্তিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটি সংবিধানের সমতা ও বৈষম্যবিরোধী নীতির পরিপন্থী।

বিচারপতি পি. এস. নরসিমহা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ কুলসুম নিশার দায়ের করা একটি আপিল গ্রহণ করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ডেপুটি কমিশনার এবং সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিএম)-এর নির্দেশ বাতিল করে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তিনি বিবাহিত কন্যা হওয়ার কারণে তাঁর আবেদন খারিজ করেছিল।

উত্তরপ্রদেশের আমেঠি জেলার এক ন্যায্যমূল্যের দোকানের ডিলার ছিলেন কুলসুম নিশার মা। তাঁর মৃত্যুর পর ওই ডিলারশিপ বরাদ্দের আবেদন করেন কুলসুম। তবে সরকারি এক আদেশে 'পরিবার'-এর সংজ্ঞা থেকে বিবাহিত কন্যাদের বাদ দেওয়া থাকায় তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, নির্ভরশীল কোটার অধীনে ডিলারশিপ বরাদ্দের মূল উদ্দেশ্য হলো মৃত ডিলারের পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ওপর নির্ভরশীলতা, আর্থিক প্রয়োজন, বসবাসের স্থান এবং ডিলারশিপ পরিচালনার সক্ষমতাই বিবেচ্য হওয়া উচিত।

বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে, বৈবাহিক অবস্থার সঙ্গে এই বিবেচ্য বিষয়গুলির কোনও যৌক্তিক সম্পর্ক নেই। আদালত বলে, বিবাহের পর কন্যা আর পিতৃপরিবারের অংশ থাকে না, এমন ধারণা সাংবিধানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

রায়ে বলা হয়, বিবাহ কোনও কন্যার সঙ্গে তার পিতৃপরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন করে না এবং শুধুমাত্র বিবাহের ভিত্তিতে তার নির্ভরশীলতা অস্বীকার করা যায় না। নির্ভরশীলতা একটি বাস্তব বিষয়, যা কেবল বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

সুপ্রিম কোর্ট আরও উল্লেখ করে যে, সংশ্লিষ্ট নীতিতে বিবাহিত পুত্রদের বাদ দেওয়া হয়নি। ফলে একজন পুত্র বিবাহিত হলেও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন, অথচ একজন কন্যাকে শুধুমাত্র বিবাহিত হওয়ার কারণে বাদ দেওয়া হয়। আদালতের মতে, এই পার্থক্য লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক ধারণার প্রতিফলন।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে বিবাহিত কন্যারা স্থানীয়ভাবে বসবাস নাও করতে পারেন। তবে আদালত জানায়, বসবাসের বিষয়টি একটি পৃথক যোগ্যতার মানদণ্ড এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে তা যাচাই করা উচিত। কেবল অনুমানের ভিত্তিতে সব বিবাহিত কন্যাকে বাদ দেওয়া যায় না।

সুপ্রিম কোর্ট রায়ে স্পষ্ট করে যে, 'পরিবার'-এর সংজ্ঞা থেকে বিবাহিত কন্যাদের বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না এবং এটি স্বেচ্ছাচারী। ফলে তা সংবিধানের ১৪ ও ১৫(১) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

আদালত 'উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা'র নীতি প্রয়োগ করে জানায়, সংশ্লিষ্ট বিধানের 'কন্যা' শব্দের মধ্যে বিবাহিত কন্যারাও অন্তর্ভুক্ত হবেন, যদি তারা মৃত ডিলারের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেন।

এছাড়া এলাহাবাদ, বোম্বে, কর্ণাটক এবং কলকাতা হাইকোর্টের অনুরূপ রায়কে সমর্থন করে সুপ্রিম কোর্ট, এবং বিপরীতমুখী রায়গুলিকে বাতিল ঘোষণা করে।

মামলার তথ্য পর্যালোচনা করে আদালত দেখতে পায়, বিয়ের পরও কুলসুম নিশা একই গ্রামে বসবাস করতেন এবং তাঁর মাকে দোকান পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর অন্যান্য বোনদের, এমনকি এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বোনেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আদালত জানায়, তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যানের একমাত্র কারণ ছিল তিনি একজন বিবাহিত কন্যা। সেই কারণকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পর তাঁর ডিলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা অবশিষ্ট নেই।ফলে সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ডেপুটি কমিশনার এবং এসডিএম-এর আদেশ বাতিল করে কুলসুম নিশার পক্ষে চার সপ্তাহের মধ্যে ডিলারশিপ বরাদ্দের নির্দেশ জারি করার আদেশ দেয়।

বিশ্বব্যাংকের প্রশংসা কুড়াল পেচারথল

TRESP: জীবিকা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, আরও আধুনিক কৃষির পরামর্শ

পেচারথল, ২ জুন: ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (TRESP)-এর অধীনে বাস্তবায়িত জীবিকাভিত্তিক কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের জীবিকা (Livelihood) বিশেষজ্ঞ দল পেচারথল ব্লক পরিদর্শন করে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন TRESP-এর কৃষি বিশেষজ্ঞ সুব্রত শিব, প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ড. জয়দেব মজুমদার এবং পোস্ট-হারভেস্ট ও মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ বিপ্লব মজুমদার।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল পেচারথলের বিভিন্ন উৎপাদক গোষ্ঠীর (Producer Group) কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে। করাইছড়া ভিসির অঙ্কুর ভেজিটেবল প্রডিউসার গ্রুপ রবি মৌসুমে বেগুন চাষ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গোষ্ঠীটি ১.৬৪ লক্ষ ঋণ নিয়ে ৪৭,৩৫৫ কেজি বেগুন উৎপাদন করে ৯.৫৬ লক্ষ বিক্রয় করেছে এবং প্রায় ৭.৮০ লক্ষ মুনাফা অর্জন করেছে। সদস্যদের মধ্যে অমিয়া বালা সাহাজি সর্বাধিক ৬৮,১০০ লাভ করেন।

এছাড়াও রামগুনাপাড়া ভিসির গোমতী ফিশারি প্রডিউসার গ্রুপ-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে বিশ্বব্যাংক দল। গোষ্ঠীটি ৪ লক্ষেরও বেশি ঋণ গ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সদস্যরা IBCB প্রশিক্ষণ এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বব্যাংকের পক্ষে জীবিকা বিষয়ক পরামর্শক সৌভিক মিত্র এবং কমলেশ প্রসাদ উৎপাদক গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত হন এবং বিভিন্ন রেকর্ড ও নথিপত্র পর্যালোচনা করেন।

পরিদর্শন শেষে বিশ্বব্যাংক দল TRESP-এর অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে। এর মধ্যে ছিল কমিউনিটি ক্যাডার ও ব্লক স্তরের ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটরদের জন্য নিয়মিত রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ, কৃষকদের জন্য ধারাবাহিক Farmers' Field School পরিচালনা, উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর Climate Smart Agriculture-কে আরও উৎসাহিত করা।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল পেচারথল ব্লকে TRESP বাস্তবায়নে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার নবরুণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে। তারা ব্লক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (BPMU)-এর সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতাকে TRESP-এর সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।

এই সফর পেচারথলে TRESP-এর অধীনে কৃষি, মৎস্য ও জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ইতিবাচক প্রভাবকে আরও একবার তুলে ধরেছে। জনজাতি কল্যাণ অধিকর্তা শুভাশিস দাসের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সচিব ডক্টর কে , সশিকুমার এর অনুপ্রেরণায় ও পরামর্শে দুরন্ত গতিতে কর্মযজ্ঞ চলছে সারা ত্রিপুরায় জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকগুলোতে।

কেরল বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত শানিমোল উসমান, ৬৬ বছরে প্রথম কংগ্রেস মহিলা এই পদে

তিরুবনন্তপুরম, ২ জুন (আইএএনএস): কেরল বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হলেন কংগ্রেস বিধায়ক শানিমল ওসমান। এর মাধ্যমে তিনি ৬৬ বছরের মধ্যে প্রথম কংগ্রেস মহিলা নেতা হিসেবে এই সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। পাশাপাশি কেরলের বিধানসভা ইতিহাসে তিনি চতুর্থ মহিলা ডেপুটি স্পিকার।

মঙ্গলবার বিধানসভায় অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে সিপিআই প্রার্থী মুহাম্মদ মুহাসিন-কে পরাজিত করে নির্বাচিত হন শানিমোল উসমান। স্পিকার থিরুভানচুর রাধাকৃষ্ণন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর জয়ের ঘোষণা করেন।

স্পিকার জানান, শানিমোল উসমান ৯৯টি ভোট পেয়েছেন, অন্যদিকে মুহাম্মদ মুহাসিন পেয়েছেন ৩৪টি ভোট। চারজন বিধায়ক ভোটদান থেকে বিরত ছিলেন, যার মধ্যে স্পিকার নিজেও ছিলেন।

এরপর স্পিকার তাঁকে নতুন আসনে বসার আহ্বান জানান। বিধানসভার বিরোধী বেঞ্চের প্রথম সারিতে, বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়ন-এর পাশের আসনে বসেন তিনি। পিনারাই বিজয়ন তাঁকে অভিনন্দন জানান।

বর্তমানে ১৪০ সদস্যের কেরল বিধানসভায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর সদস্য সংখ্যা ১০২। সিপিএম নেতৃত্বাধীন লেফট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)-এর বিধায়ক সংখ্যা ২৫। বিজেপির রয়েছে তিনজন বিধায়ক।

ভোটাভুটির সময় বিজেপি সদস্যরা নিজেদের আসনে বসে থাকলেও ভোটদানে অংশ নেননি। তবে স্পিকার নির্বাচনের সময় তারা নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল।

আরুর কেন্দ্রের বিধায়ক শানিমোল উসমান সম্প্রতি ৬০ বছরে পা দিয়েছেন। তাঁর নির্বাচন দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মৃদুভাষী ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত উসমান ছয়টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ২০১৯ সালে তিনি আলাপ্পুঝা লোকসভা কেন্দ্র থেকেও নির্বাচন লড়েছিলেন। একই বছরে আলাপ্পুঝা বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রথমবার জয়ী হন। যদিও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন, ২০২৬ সালে আরুর কেন্দ্র থেকে জিতে পুনরায় বিধানসভায় ফেরেন।

তাঁর এই নির্বাচন কেরলের আইনসভা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কংগ্রেসের শেষ ডেপুটি স্পিকার ছিলেন এ. নাফিসাথ বিবি, যিনি ১৯৬০ সালে এই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কেরলের প্রথম বিধানসভায় সিপিআই নেতা কে.ও. আয়েশা বাই ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে ১৯৮৭ সালে সিপিআই নেতা ভার্গবী ধন্যবাদ এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়া শেষ মহিলা ছিলেন।

প্রায় চার দশক পর আবারও কেরল বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের আসনে একজন মহিলা নির্বাচিত হওয়ায় রাজ্যের সংসদীয় ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এনটিএ-র ব্যর্থতা ও পরীক্ষার বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রকের বাইরে বিক্ষোভ কেওয়াইএসের

নয়াদিল্লি, ২ জুন (আইএএনএস) : জাতীয় পরীক্ষণ সংস্থা (এনটিএ)-র ধারাবাহিক ব্যর্থতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় গুরুতর গাফিলতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ছাত্র সংগঠন ক্রান্তিকারী যুবা সংগঠন (কেওয়াইএস)। সংগঠনের পক্ষ থেকে পরীক্ষাব্যবস্থায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং কাঠামোগত সংস্কারের দাবি জানানো হয়।

কেওয়াইএস-এর দিল্লি রাজ্য কমিটির সদস্য ভীম কুমার অভিযোগ করেন, বিক্ষোভ চলাকালীন সংগঠনের কয়েকজন কর্মীকে পুলিশ আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, এনটিএ-র একের পর এক ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তোলা এই ব্যাপক অব্যবস্থাপনার দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

এক বিবৃতিতে ভীম কুমার জানান, গত ৩ মে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে এনটিএ পরীক্ষাটি বাতিলের ঘোষণা দেয়। তাঁর দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগেও ২০২৪ সালে নিট-ইউজি এবং ইউজিসি-নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে এসেছিল।

এছাড়া, গত ৩০ মে অনুষ্ঠিত কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (সিইউইটি-ইউজি)-এও দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। প্রযুক্তিগত ত্রুটি, সার্ভার বিভ্রাট এবং অব্যবস্থাপনার কারণে বহু কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়, অনেক পরীক্ষার্থীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তির মধ্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। নয়ডাসহ বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটে। এমনকি কোথাও কোথাও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর পরীক্ষাই বাতিল করতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

এর ফলে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ভোগান্তির শিকার হয়েছে। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো পরীক্ষার্থীরা এনটিএ-র অব্যবস্থাপনার খেসারত দিয়েছেন বলে দাবি কেওয়াইএস-এর।

সংগঠনের অভিযোগ, পরীক্ষার্থীদের কাছে সময়মতো এবং স্পষ্ট তথ্য পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে কর্তৃপক্ষ, যার ফলে পরিস্থিতি আরও বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

কেওয়াইএস-এর বক্তব্য, একের পর এক ঘটনার পরও এনটিএ-র দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের স্বার্থের প্রতি সরকারের উদাসীন মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনটিএ-র কার্যক্রম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ দেশজুড়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

একইভাবে ইউজিসি-নেট, সিইউইটি এবং অন্যান্য জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও বারবার অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে। তবুও এনটিএ-র মধ্যে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রক ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

কেওয়াইএস আরও জানায়, জাতীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন প্রবেশিকা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাকে ঘিরে বারবার কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলিকে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণ এবং কোচিং শিল্পের বাড়তে থাকা প্রভাবের প্রেক্ষাপটেও দেখা প্রয়োজন।

'বন্দে মাতরম' বিতর্কে শশী থারুরকে আক্রমণ বিজেপির, তুলল তোষণের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২ জুন (আইএএনএস): 'বন্দে মাতরম' গাওয়া নিয়ে শশী থারুর-এর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। দলের নেতারা অভিযোগ করেন, কংগ্রেস ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে এবং জাতীয় সংগীতসদৃশ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত 'বন্দে মাতরম' নিয়েও রাজনৈতিক অবস্থান নিচ্ছে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে থারুর বলেছিলেন, প্রতিবার অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম'-এর পাঁচটি স্তবক গাওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা "অপ্রয়োজনীয় চাপিয়ে দেওয়া"। তিনি কেরলের কংগ্রেস-সমর্থিত সরকারের পূর্ণাঙ্গ গান না বাজানোর সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করেন।

কেরলের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকার-এর ভিন্ন মত প্রসঙ্গে থারুর বলেন, এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত বিচারিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে। তাঁর মতে, সংসদে এমন কোনও আইন পাস হয়নি যা 'বন্দে মাতরম'-এর সব স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করে।

থারুর আরও বলেন, 'বন্দে মাতরম' গাওয়া নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে কোনও অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষে পাঁচটি স্তবকের পুরো গান চলাকালীন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা অনেকের পক্ষেই অসুবিধাজনক হতে পারে।

থারুরের এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন বিজেপি নেতা রোহান গুপ্তা। তিনি বলেন, "একটি জাতীয় দলের নেতা 'বন্দে মাতরম' চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এতে কংগ্রেসের মানসিকতাই স্পষ্ট হয়। তারা দেশের স্বার্থের চেয়ে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।"

তিনি কংগ্রেসকে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে রাজনীতি না করার পরামর্শ দেন।

বিজেপির মুখপাত্র উজ্জ্বল দীপকম বলেন, "শশী থারুরের ইতিহাস পড়া উচিত। কংগ্রেসই একসময় 'বন্দে মাতরম'-এর মূল অংশ বাদ দিয়ে শুধু প্রথম দুই স্তবককে সামনে এনেছিল। বিজেপিই দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেছে।"

অন্যদিকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এখন মুসলিম লীগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাঁর কথায়, "কংগ্রেসের নীতি ও উদ্দেশ্য দেশপ্রেম নয়। তারা সবসময় বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কেরলের সরকারও কার্যত ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগ-এর প্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, 'বন্দে মাতরম' গাওয়া এবং তার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাজানো নিয়ে কেরলে সম্প্রতি রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেই বিতর্কেই শশী থারুরের মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

দ্বাদশ শ্রেণির নম্বর যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের আবেদন শুরু করল সিবিএসই

নয়াদিল্লি, ২ জুন (আইএএনএস): সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) মঙ্গলবার দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের নম্বর যাচাই এবং পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

বোর্ড তাদের সরকারি সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে এই বিষয়ে ঘোষণা করে জানিয়েছে, নির্ধারিত পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখন অনলাইনে আবেদন জমা দিতে পারবেন।

যেসব পরীক্ষার্থী নিজেদের প্রাপ্ত নম্বর পুনরায় যাচাই করাতে চান, তাঁরা বোর্ডের নির্দেশিকা মেনে নির্ধারিত পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন প্রক্রিয়া সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে সিবিএসই একটি বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়ালও প্রকাশ করেছে। আবেদন করার আগে শিক্ষার্থীদের সমস্ত নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বোর্ড জানিয়েছে, আবেদনকারীদের যোগ্যতা, আবেদনের শেষ তারিখ এবং ফি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আগে থেকেই জেনে নেওয়া উচিত। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সিবিএসই-এর সরকারি ওয়েবসাইট এবং যাচাইকৃত সামাজিক মাধ্যমের পাতাগুলিতে উপলব্ধ রয়েছে।

এই পদক্ষেপ এমন এক সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন সিবিএসই-এর নতুন অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে। এর আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছিলেন, মূল্যায়িত উত্তরপত্রের কপি পাওয়ার পর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী নম্বর যাচাই বা পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদন করতে পারেন। তাঁর অনুমান, এমন আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজারে পৌঁছাতে পারে।

সিবিএসই পূর্বেই জানিয়েছিল যে, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পুনর্মূল্যায়ন এবং নম্বর যাচাইয়ের সুযোগ ১ জুন থেকে চালু করা হবে। তবে শুধুমাত্র সেই পরীক্ষার্থীরাই এই পর্যায়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন, যাঁরা ইতিমধ্যে মূল্যায়িত উত্তরপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করেছেন। পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করার আগে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র এবং মার্কিং স্কিম ভালোভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। এই নথিগুলি বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এরপর যে প্রশ্নগুলির মূল্যায়ন পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন বলে মনে হবে, সেগুলির জন্য নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে আবেদন করা যাবে।

বোর্ডের নির্ধারিত ফি অনুযায়ী, নম্বর যাচাইয়ের জন্য প্রতি উত্তরপত্রে ৫০০ টাকা এবং পুনর্মূল্যায়নের জন্য প্রতি প্রশ্নে ১০০ টাকা জমা দিতে হবে।

সিবিএসই জানিয়েছে, মূল্যায়িত উত্তরপত্রের স্ক্যান কপি আবেদনকারীদের হাতে পৌঁছানোর পর অন্তত দু'দিন পর্যন্ত নম্বর যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের অনলাইন উইন্ডো খোলা থাকবে। তাই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই আবেদন সম্পূর্ণ করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সরকারি বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২,০০৪ কোটি টাকার প্রতারণা: আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ৪ শীর্ষ কর্তা গ্রেফতার ইডির

নয়াদিল্লি, ২ জুন (আইএএনএস): প্রায় ২,০০৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং ১৯,৪২৫ জনেরও বেশি বাড়ি-ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীকে প্রতারণার অভিযোগে আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স লিমিটেড (ইআইএল)-এর চার শীর্ষ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ইডির দিল্লি জোনাল অফিস সোমবার সংস্থার প্রোমোটার ও ডিরেক্টর অবধেশ কুমার গোয়েল, রজনীশ মিত্তল, অতুল গুপ্ত এবং বিকাশ গুপ্তকে গ্রেফতার করে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।পরে অভিযুক্তদের দিল্লির বিশেষ পিএমএলএ আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাঁদের পাঁচ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।ইডি জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (ইওডব্লিউ)-এর দায়ের করা পাঁচটি এফআইআরের ভিত্তিতে আর্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার্স, তাদের ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। এছাড়াও, সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও) কোম্পানি আইনের ৪৪৭ ধারায় আর্থ গ্রুপের প্রোমোটার ও ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে।তদন্তে উঠে এসেছে, আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউনিট হস্তান্তর এবং নিশ্চিত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯,৪২৫ জনেরও বেশি ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় ২,০০৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল সংস্থাটি ইডির দাবি, সংগৃহীত অর্থের মধ্যে প্রায় ৪৬৭ কোটি টাকা বিভিন্ন গ্রুপ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়।বিপুল অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করা হলেও বহু প্রকল্প অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে অথবা ক্রেতাদের হাতে ইউনিটের দখল তুলে দেওয়া হয়নি।এর ফলে হাজার হাজার বাড়ি-ক্রেতা ও বিনিয়োগকারী আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, তফসিলভুক্ত অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থের একটি অংশ গ্রুপের প্রোমোটার ও ডিরেক্টরদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থার নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

ত্রিপুরা সভা সুন্দর উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে সদর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খোলা হাওয়া: এক বিনীত শব্দযাদু

সাগর শর্মা

মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে এযাবৎ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে অনেক ধর্ম ও রীতিনীতির। বিভিন্ন সময়ে মুক্তির সংজ্ঞা পাল্টে গেছে বিভিন্ন বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে। বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ তাই মাঝেমাঝেই স্মরণ করেছে বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই সময়কে অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যতের দেওয়ালে বিভক্ত করতে চায়নি। সেও পরস্পর বিরোধী হয়েছে কিন্তু সর্বত্রই সন্ধান করেছে নিশ্চয়তার। স্রষ্টার কাছে সময় তাই এক অনন্ত প্রবাহ যা আমাদের কর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা যে কর্ম করি তাও কর্মফলের মতো এক ঘটনামাত্র যা পূর্ব নির্ধারিত। এখানেই নস্যাৎ হয়ে যায় মুক্ত চিন্তার ধারণা।

কবি সিদ্ধার্থ নাথ তাঁর ''খোলা হাওয়া'' কাব্যগ্রন্থের ''দৃশ্য'' কবিতায় হয়তো এই কথাটাই বলতে চাইলেন। তাঁর ভাষায়, ''মানুষ-পুতুল সময়/কার হাতে লাটিম/কোন আঙুলে সুতো।'' এখানে লাটিম আসলে সেই নিয়ন্ত্রকের হাতে। তিনিই ঠিক করেন কতটুকু সুতো ছেড়ে কাকে কতটুকু ওড়াবেন। কবি সিদ্ধার্থ নাথের কবিতায় নাগরিক ভাবনা আছে তবে তিনি নরম স্বরে কথা বলতে চেয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের মলাটে কবি ও গদ্যকার অভিজিৎ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায় তা আরও স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ কবি কোনো অবস্থাতেই নিজের শেকড়কে পরিত্যাগ করতে পারেননি। ''শেকড়'' কবিতায় কবি নিজেকে বাবার সাথে তুলনা করেন। বুঝতে পারেন বাবার মতোই তাঁর বার্ধক্য ঘনিয়ে আসছে। নিজের শৈশব ও বাবার যৌবনের চিহ্নকে আঁকড়ে ধরে সেই সময়েই ফিরতে যেতে চান কবি। কিন্তু গাছের দিকে তাকিয়েও ফেরা তো হয় না। অগত্যা ''শুধু দেখি অবয়ব বুঝি না।'' এই স্বীকারোক্তিতেই তাঁকে ফিরতে হয়। মানুষের মন সরল বলেই এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়। অপর এক কবিতায় কবি লিখেছেন যে আমাদের মন রুটি সেঁকার তাওয়ার মত সরল। সত্যিই তো, আমরা সারাদিন কত কাজ করি তবুও একবার নিজের মুখোমুখি হয়ে মনের খবর নিতে যাই না। যেন মুখোমুখি হলেই ক্ষতস্থান বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা। মন নীরবে তার কাজ করতে করতে একসময় তাওয়ার মতো শুকিয়ে যায়। কাশীরাম দাসের ''চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ।'' লাইনটির কথা মনে পড়ে যায়। গরম তাওয়া রুটি খায় না তবে রুটি সেঁকার পর ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। মানুষের মনের মৃত্যু হয় এভাবেই।

এই শুকিয়ে যাওয়া কিংবা মৃত্যুর ছাপ কবির ''তোমাকে'' কবিতাতেও পাওয়া যায়। তবে একটু অন্য রূপে। কবি এখানে আশ্বিনের বর্ণনা দিয়ে শুরু করেন। তাঁর ভাষায়, ''নরম বুকের পাশে নদীর মত বাঁশেরা/আশ্বিন বিকেলে কাদার ঘ্রাণ গায়ে/শুকনো পাতারা শুয়ে আছে''। নীরবতার এর থেকে প্রাঞ্জল চিত্র আর কী হতে পারে! এই নীরবতা যে কোনো সাহিত্যেই বিরল। ''আশ্বিন'' শব্দের মধ্যে যে পার্বণের গন্ধ আছে তা এখানে কিছুটা হলেও মলিন হয়ে যায়। তবে কবির এখানে উদ্দেশ্য নীরবতা নয় তাই প্রথমেই চোখ পড়ে 'নরম বুকের পাশে'র বেদনাচিত্রটির প্রতি। এই কাদা আসলে বাইরের নয়, অন্তরের। কখনো অশ্রু, কখনো ঘর্মে তা আর্দ্র হয়। তবে কবি কখনো নীরবতাও চান। যেমনটা চেয়েছেন ''প্রতীক্ষা'' কবিতায়। এখানে এক নদীর কথা আসে যাকে কবি মা সম্বোধন করেন। বলেন কাঁটাতারের নীরব হয়ে যাওয়ার কথা। সত্যিই কোনো কাঁটাতার কখনোই ভূমিকে আলাদা করলেও জল তথা নদীকে আলাদা করতে পারে না। যেমন বঙ্গোপসাগরকে আলাদা করতে পারেনি ভারত ও বাংলাদেশের দৈশিক সীমানা। তাই নদী মায়ের মতোই। আর দুই পারের মানুষ এমনকি পশুপাখিও তার সন্তান।

আমরা মানুষ তাই অনেক সময় পোশাক পরিধান করে নিজেদের সভ্য মনে করি। ভুলে যাই জীববিদ্যার নিয়মে আমরা একটি জীব ভিন্ন কিছু নই। কবি তাঁর ''পরিমাপ'' কবিতায় গাছের শরীরে হাত রেখে বুঝতে পারেন দুজনের ইতিহাস ভূগোল এক, ভূখন্ডও এক। তা সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীতে মানুষ কেবলই যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে, বোবা হয়ে পড়ছে গাছেরই মতো। কবি বলেন, এই পৃথিবীটা বড়ো ছোট হয়ে আসছে আজকাল। তাঁর এই অনুভবের জন্য সাধুবাদ জানাতেই হয়।

কিন্তু পৃথিবী যত ছোট হয়, পরিসর স্বল্প হওয়ায় কোলাহল বেড়ে যায়। আমরা আটকে যাই সেই কোলাহলের অসীম আবর্তে। বেরোতে চাই কিন্তু আসলে একটি ঘর থেকে আরেকটি ঘরে ঢুকে যাই। যেমন ''অনুভব'' কবিতায় কবি বললেন কোলাহল পেরিয়ে কোলাহলের ভেতর চলে যাবার কথা। এই কোলাহলকে নিবারণ করার ক্ষমতা কেবল সময়ের হাতেই তাই আমাদের দর্শক থাকা ছাড়া আপাতত কোনো পথ নেই। কবির প্রতিটি কবিতাই যথেষ্ট গভীর অর্থবহ কিন্তু তার তুলনায় বইটির স্তর অনেকাংশেই নিম্নমানের মনে হল। আশা রাখব, ভবিষ্যতে প্রকাশক এ ব্যাপারে সচেতন থাকবেন।

কাব্যগ্রন্থ:- খোলা হাওয়া

কবি:- সিদ্ধার্থ নাথ

প্রচ্ছদ:- রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ

প্রকাশকাল:- ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রকাশন:- দৈনিক বজ্রকণ্ঠ আগরতলা

মূল্য:- ১৪৫ টাকা

বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে বানিয়ে ফেলুন দুর্দান্ত স্বাদের খাবার

দুপুরে বা রাতে খাওয়ার পর অনেক সময়ই বেশ কিছুটা ভাত বেঁচে যায়, যা পরে আর কেউ খেতে চায় না। আর সেই ঠান্ডা ভাত অগত্যা ফেলে দেওয়া ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটালেই এই বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়েই বানিয়ে ফেলা সম্ভব এক দুর্দান্ত স্বাদের পদ। এই মজাদার পদটি তৈরি করতে আপনার রান্নাঘরে থাকা সাধারণ কয়েকটি উপকরণ হলেই চলবে। প্রথমে ফ্রিজ থেকে ভাত বের করে একটু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আসতে দিন, যাতে দলা পাকিয়ে না থাকে। এরই মাঝে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো এবং আপনার পছন্দের কিছু সবজি ছোট ছোট করে কেটে নিন। এবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ সর্ষের তেল বা সাদা তেল গরম হতে দিন। তেল গরম হয়ে এলে তাতে অল্প জিরে, সর্ষে এবং কারিপাতা ফোড়ন দিয়ে সুন্দর গন্ধ বের হতে দিন। ফোড়ন ভাজা হয়ে এলে কেটে রাখা পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন।

পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে কেটে রাখা টমেটো এবং অন্যান্য সবজিগুলো কড়াইয়ে দিয়ে দিন। এর সঙ্গে পরিমাণমতো নুন, হলুদ গুঁড়ো এবং সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিন। সবজিগুলো অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে এলে স্বাদ বাড়াতে সামান্য গরম মশলা বা ম্যাগি মশলা ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই পদটিকে আরও মুখরোচক করতে চাইলে কড়াইয়ের একপাশে মশলা সরিয়ে একটি ডিম ফেটিয়ে দিয়ে দিন। ডিমটা ভাজা ভাজা হয়ে ঝুরো হয়ে গেলে সবজি ও মশলার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন। নিরামিষ খেতে চাইলে ডিমের বদলে ছোট ছোট পনিরের টুকরো বা রোস্ট করা বাদামও দিতে পারেন। মশলা এবং সবজি একেবারে তৈরি হয়ে গেলে এবার আগে থেকে ছাড়িয়ে রাখা ভাতগুলো কড়াইয়ে দিয়ে দিন। খুব সাবধানে খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন যাতে মশলার সঙ্গে ভাত ভালোভাবে মিশে যায়, কিন্তু ভেঙে না যায়। মাঝারি আঁচে মিনিট পাঁচেক ভাজলেই ভাতের রঙ সুন্দর হয়ে উঠবে এবং মশলার স্বাদ ভাতের ভেতর ঢুকে যাবে। রান্না প্রায় শেষের দিকে এলে ওপর থেকে বেশ কিছুটা ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। টক-ঝাল স্বাদ পছন্দ করলে নামানোর আগে অর্ধেক পাতিলেবুর রস ভাতের ওপর ছড়িয়ে দিতে পারেন। সবশেষে আরও একবার হালকা হাতে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন, আপনার রান্না একেবারে তৈরি। গরম গরম এই চটপটা ভাজা ভাত প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন, যা দেখলে নিমেষেই খিদে বেড়ে যাবে। সকালের জলখাবার বা বিকেলের স্ন্যাকস হিসেবে এই পদটি পরিবেশন করলে পরিবারের সবাই চেটেপুটে খাবে। ফলে এখন থেকে ভাত বেঁচে গেলে তা আর নষ্ট হবে না, বরং আপনার হেঁশেলে তৈরি হবে নতুন চমক।

মিক্সার গ্রাইন্ডার পরিষ্কারের সঠিক পদ্ধতি

মিক্সার গ্রাইন্ডার পরিষ্কার করা অনেকের কাছেই ঝক্কির কাজ মনে হলেও, কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা জানলে এই কাজ জলের মতো সোজা। জেনে নিন কীভাবে খুব সহজে মিক্সারের জেদি দাগ এবং দুর্গন্ধ দূর করে তাকে নতুনের মতো চকচকে করে তুলবেন। মিক্সার গ্রাইন্ডার পরিষ্কার করা হল রান্নাঘরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। রোজকার রান্নার মশলা বা পেস্ট তৈরির কারণে এটি দ্রুত নোংরা হয়ে যায়। তবে সঠিক উপায় জানা থাকলে এটিকে নতুনের মতো চকচকে রাখা খুবই সহজ। জারের ভেতরের অংশ পরিষ্কার করতে সামান্য জলে তরল সাবান মিশিয়ে নিন। এবার মিক্সারটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য চালিয়ে দিন। এতে ব্লেডের নিচে আটকে থাকা নোংরা সহজেই বেরিয়ে আসবে। রান্নাঘরে কাজ করতে গিয়ে মিক্সারে হলুদের জেদি দাগ বসে গিয়েছে? বেকিং সোডার মিশ্রণ তৈরি করে সেই দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেললেই দাগ জাদুর মতো উধাও হবে। জারের ভেতরের দুর্গন্ধ দূর করতে পাতিলেবু দারুণ কাজ করে। কিছুটা জলে লেবুর রস বা খোসা দিয়ে একবার মিক্সার ঘুরিয়ে নিন। এতে দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পাশাপাশি জারের হারানো ঔজ্জ্বল্যও ফিরে আসবে। ব্লেডের নিচে বা রাবার গ্যাসকেটের ফাঁকে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা জরুরি। একটি পুরনো টুথব্রাশ ব্যবহার করে এই সরু অংশগুলো অনায়াসে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। এতে কোনও ময়লাই আর লুকিয়ে থাকবে না। মিক্সারের মূল যন্ত্র বা মোটর কখনও সরাসরি জলে ধোবেন না। এটি পরিষ্কার করতে একটি নরম কাপড় বা স্পঞ্জ ব্যবহার করুন। সামান্য ভিনিগার বা সাবান জলে কাপড় ভিজিয়ে মুছে নিলেই যন্ত্রটি পরিষ্কার হবে। পরিষ্কার করার পর মিক্সার গ্রাইন্ডার ঠিকমতো শুকিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। জল জমে থাকলে ব্লেডে জং ধরার মারাত্মক আশঙ্কা থাকে। তাই ধোয়ার পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফ্যানের হাওয়ায় শুকিয়ে নিন। রান্নার পর সঙ্গে সঙ্গেই মিক্সারের জার ধুয়ে রাখার চেষ্টা করুন। এতে মশলার কড়া দাগ বসে যাওয়ার সুযোগ পায় না। এই সহজ উপায়গুলো মেনে চললে আপনার সাধের মিক্সার গ্রাইন্ডার নতুনের মতো চকচক করবে।

রোজ ছাতু খেয়ে ওজন বেড়ে যাচ্ছে না তো

কাঠফাটা গরমে এক গ্লাস ঠান্ডা ছাতুর শরবত যেন নিমেষে প্রাণ জুড়োয়। কিন্তু রোজ ছাতু খেলে কি ওজন বাড়ার ভয় রয়েছে? গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে ও মেদ ঝরাতে কীভাবে খাবেন এই দেশি সুপারফুড, জেনে নিন পুষ্টিবিদের মতামত।

ছাতু মানেই বাঙালির কাছে গরমের এক অব্যর্থ টোটকা। বাইরে থেকে ঘেমে-নেয়ে বাড়ি ফেরার পর এক গ্লাস ঠান্ডা ছাতুর শরবত যেন নিমেষে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। শরীর ঠান্ডা রাখতে ও এনার্জি ফেরাতে গ্রীষ্মকালে এই দেশি পানীয়ের ওপর চোখ বুজে ভরসা করেন ছোট থেকে বড় সকলেই। কিন্তু এখানেই উঁকি দেয় একটি বড় প্রশ্ন। রোজ এই শরবতে চুমুক দিলে কি হুড়মুড়িয়ে ওজন বাড়তে পারে? ফিটনেস সচেতন মানুষদের মনে এই বিষয়ে নানা সংশয় কখনও কখনও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেরই মনে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, নিয়মিত ছাতু খেলেই বুঝি শরীরে মেদ জমে। কিন্তু বিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন। আসল সত্যিটা হল, ছাতু আদতে ওজন কমাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। পুষ্টিবিদদের মতে, ছোলার তৈরি এই উপাদানে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং ডায়েটারি ফাইবার থাকে। শুধু জলে গুলে এই শরবত খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তি থাকে। এর ফলে বারবার খিদে পাওয়ার বা উল্টোপাল্টা মুখরোচক খাবার খাওয়ার প্রবণতা একেবারেই কমে যায়। পরোক্ষভাবে এটি স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন ঝরাতে অত্যন্ত সহায়ক। তবে বিপদ লুকিয়ে রয়েছে আপনার শরবত বানানোর পদ্ধতিতে। পুষ্টিবিদরা সতর্ক করছেন, ছাতুর শরবতে স্বাদ বাড়াতে যদি মুঠো মুঠো চিনি বা অনেকটা গুড় মেশানো হয়, তবে কিন্তু ওজন বাড়তে বাধ্য। অনেকেই আবার এর সঙ্গে দুধ, কাজু-কিশমিশ বা ঘি মিশিয়ে খান। এই ধরনের মিশ্রণ ক্যালোরির মাত্রা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। তাই ওজন কমানোর লক্ষ্য থাকলে কোনও পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক উপায়ে এটি ডায়েটে রাখা উচিত। শুধুই কি ওজন কমানো? ছাতুর আরও একাধিক গুণ রয়েছে: হজমশক্তি বৃদ্ধি: উচ্চ ফাইবার যুক্ত হওয়ায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। ডিহাইড্রেশন রোধ: প্রবল তাপে শরীরে দ্রুত জলের ঘাটতি দেখা দেয়। সেই সময়ে এই পানীয় শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ: এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা জিআই (GI) বেশ কম। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বাড়তে দেয় না। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য এটি একটি আদর্শ পানীয় (অবশ্যই চিনি ছাড়া)। রোগ প্রতিরোধ: এতে থাকা বিভিন্ন খনিজ এবং ভিটামিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে। হৃৎপিণ্ডের সুরক্ষা: নিয়মিত খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। তাহলে চিনি বা গুড় ছাড়া কীভাবে শরবত সুস্বাদু করবেন? পদ্ধতি খুব সহজ। একটি গ্লাসে ঠান্ডা জলের সঙ্গে পরিমাণমতো ছাতু ভাল করে গুলে নিন। এবার তাতে সামান্য বিটনুন, ভাজা জিরের গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস এবং কয়েক টুকরো টাটকা পুদিনা পাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এই স্বাস্থ্যকর পানীয় খেয়েই দেখুন, স্বাদ আর স্বাস্থ্য দুই-ই বজায় থাকবে নিখুঁত ভাবে। তাই গরমে নিশ্চিন্তে চুমুক দিন এই শরবতে, শুধু বানানোর কায়দাটা একটু বদলে নিলেই কেল্লাফতে!

তীব্র গরমে এসি ব্লাস্ট করতে পারে যখন তখন

তীব্র গরমে এসি ঠান্ডা করছে না? কিংবা হঠাৎ বিস্ফোরণের ভয় পাচ্ছেন? জেনে নিন এসির কপার ও অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের পার্থক্য, এসি ব্লাস্টের পূর্বলক্ষণ এবং সার্ভিসিংয়ের পরেও ঘর ঠান্ডা না হওয়ার ৫টি আসল কারণ।

এয়ার কন্ডিশনার এখন আর কোনও বিলাসিতা নয়, বরং এই কাঠফাটা গরমে প্রাণ বাঁচানোর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখেছেন কি, সারাদিন এসি চললেও ঘর ঠিকমতো ঠান্ডা হচ্ছে কিনা? কিংবা একটানা চলার ফলে আপনার সাধের যন্ত্রটি অজান্তেই কোনও 'টাইম বোম'-এ পরিণত হচ্ছে না তো? এই গরমে সুরক্ষিত থাকতে এবং এসির সঠিক পারফরম্যান্স পেতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এসি কেনার সময় সকলেই ব্র্যান্ড বা স্টার রেটিং দেখে কেনেন, কিন্তু ভেতরের কন্ডেন্সার কয়েলটি এড়িয়ে যান অনেকেই। বাজারে মূলত কপার (তামা) এবং অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের এসি পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কপার কয়েল খুব দ্রুত ঘর ঠান্ডা করতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটি লিক হলে সামান্য গ্যাসে ওয়েল্ডিং করেই সারিয়ে নেওয়া যায়। অন্যদিকে, অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের দাম কম হলেও এটি নরম ধাতু হওয়ায় দ্রুত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং লিক হলে পুরোটাই পাল্টাতে হয়। তাই সামান্য টাকা বাঁচাতে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম কয়েল কিনলে মাঝ-গরমে এসি খারাপ হয়ে আপনার ভোগান্তি দ্বিগুণ হতে পারে। সার্ভিসিংয়ের পরেও কী ঘর ঠান্ডা হচ্ছেনা?

দু'মাস আগেই মেকানিকের সঙ্গে কথা বলে সার্ভিসিং করিয়েছেন, তবুও এসির হাওয়া যেন ফ্যানের মতো! এই সমস্যায় ভোগেন অনেকেই এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে: ১. গ্যাস লিক: এসির পাইপ লিক হয়ে রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস বেরিয়ে গিয়েছে, এমন অবস্থায় শুধু গ্যাস রিফিল করে কোনও লাভ নেই। আগে লিক সারাতে হবে। ২. ভেতরের ময়লা: অনেক সময় ইভাপোরেটর বা কনডেন্সার কয়েলে জেদি ময়লা জমে থাকে, যা সাধারণ পরিষ্কারে যায় না। এর জন্য জেট পাম্প ওয়াশ প্রয়োজন। ৩. ক্যাপাসিটর সমস্যা: ভোল্টেজের ওঠানামায় কম্প্রেসরের ক্যাপাসিটর খারাপ হয়ে গেলে কুলিং মোড অন হয় না। ৪. সেন্সরের গন্ডগোল: ভেতরের থার্মোস্ট্যাট সেন্সর স্থানচ্যুত হলে এসি বুঝতে পারে না ঘর আদৌ ঠান্ডা হলো কি না। ৫. ভুল টনের এসি: ঘরের আয়তন এবং রোদের তীব্রতা অনুযায়ী সঠিক মাপের এসি না কিনলে সারাদিন চালিয়েও ঘর ঠান্ডা হবে না। বিস্ফোরণের আগেই সতর্ক হবেন কীভাবে? টানা এসি চালানোর ফলে অনেক সময় বড় বিপদের ঝুঁকি তৈরি হয়। হঠাৎ করে কোনও গ্যাজেট ব্লাস্ট করে না, আপনার এসিও বিপদ সংকেত দেয়। যদি দেখেন এসি থেকে হঠাৎ গরম হাওয়া বা ধোঁয়া বেরোচ্ছে, পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন, বিকট শব্দ হচ্ছে অথবা এসি বারবার নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তবে এখনই সাবধান হোন! এগুলো বড়সড় দুর্ঘটনার পূর্বলক্ষণ।

কী করবেন? এসির ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করুন। আউটডোর ইউনিটে যেন ঠিকমতো বাতাস চলাচল করতে পারে, সেদিকে নজর রাখুন। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করুন এবং সারাদিন একটানা না চালিয়ে টাইমার সেট করে মেশিনটিকে একটু বিশ্রাম দিন। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, একটু সতর্কতা আপনার পরিবারকে কত বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে? আজই দক্ষ টেকনিশিয়ান ডেকে আপনার এসির হেলথ চেকআপ করিয়ে নিন।

আধ ঘণ্টায়, বাড়িতেই তৈরি করুন দোকানের মতো পারফেক্ট মিষ্টি দই

মিষ্টি দই খেতে ভালবাসেন? বাঙালির শেষপাতে একটু মিষ্টি দই না হলে যেন খাওয়াটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। তবে দোকানের মতো স্বাদ বাড়িতে আনা কঠিন ভেবে অনেকেই এই চেষ্টা কখনও করেন না। এবার আর দোকান থেকে কিনে নয়, মাত্র আধ ঘণ্টায় বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন একেবারে দোকানের মতো পারফেক্ট ও সুস্বাদু মিষ্টি দই। এই রেসিপির জন্য প্রয়োজন হবে ফুল ফ্যাট দুধ, গুঁড়ো দুধ, চিনি এবং জল ঝরানো টক দই।

বাঙালির শেষপাতে একটু মিষ্টি দই না হলে যেন খাওয়াটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না। তবে দোকানের মতো স্বাদ বাড়িতে আনা কঠিন ভেবে অনেকেই এই চেষ্টা কখনও করেন না। আজ আপনাদের জন্য রইল এমন এক কৌশল, যার সাহায্যে মাত্র আধ ঘণ্টায় দই তৈরি করা সম্ভব।

এই রেসিপির জন্য প্রয়োজন হবে ফুল ফ্যাট দুধ, গুঁড়ো দুধ, চিনি এবং জল ঝরানো টক দই। খেয়াল রাখবেন টক দইয়ের মধ্যে যেন কোনও বাড়তি জল না থাকে, তা হলে মিষ্টি দই জমতে চাইবে না। টক দইটাকে একটি সুতির কাপড়ে বেঁধে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখলে সহজেই জল ঝরে যাবে। দোকানের দইয়ের সেই সুন্দর লালচে রঙের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ক্যারামেলের মধ্যে। কড়াইতে পরিমাণমতো চিনি দিয়ে অল্প আঁচে নাড়াচাড়া করুন, যতক্ষণ না তা গলে লালচে রঙের ক্যারামেল তৈরি হয়। চিনি গলে সুন্দর রং ধরলে সামান্য জল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন, যাতে ক্যারামেল জমাট না বাঁধে।

এবার একটি পাত্রে ফুল ফ্যাট দুধ নিয়ে মাঝারি আঁচে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফুটিয়ে ঘন করে নিন। দুধ ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে দিন, এতে দইয়ের স্বাদ ও গঠন অনেক ভালো হবে। দুধের মিশ্রণটি ভালো করে ফুটে উঠলে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ক্যারামেল এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

ক্যারামেল মেশানোর পর দুধের রং একেবারে দোকানের মিষ্টি দইয়ের মতো সুন্দর হয়ে যাবে। দুধটা আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নামিয়ে নিন এবং হালকা ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। খেয়াল রাখবেন দুধ যেন অতিরিক্ত ঠান্ডা না হয়ে যায়, আঙুল ডোবানো যায় এমন উষ্ণতা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এবার জল ঝরিয়ে রাখা টক দই একটি পাত্রে নিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিন যাতে কোনও দলা না থাকে। টক দই একেবারে ক্রিমি হয়ে গেলে তার মধ্যে ইষদুষ্ণ ক্যারামেল মেশানো দুধ অল্প অল্প করে ঢালতে থাকুন। দুধ এবং টক দইয়ের মিশ্রণটা খুব সাবধানে মেশাবেন, যাতে সব উপকরণ একে অপরের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়।

মিশ্রণটি মাটির পাত্র বা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ঢেলে ভালো করে ঢেকে দিন। এবার একটি বড় হাঁড়িতে জল গরম করে তার ওপর একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দইয়ের পাত্রটি সাবধানে বসিয়ে দিন। হাঁড়ির ঢাকনা বন্ধ করে মাঝারি আঁচে মাত্র ২০ থেকে ২৫ মিনিট ভাপিয়ে নিলেই দই জমে যাবে। আধ ঘণ্টা পর হাঁড়ি থেকে পাত্রটি বের করে নিন, দেখবেন দই একেবারে পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। স্বাদ ও টেক্সচার আরও ভালো করার জন্য পরিবেশনের আগে দই অন্তত এক ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিন। এবার এই সুস্বাদু ঘরে তৈরি মিষ্টি দই পরিবারের সকলের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করুন।

সাত দফা দাবিতে সিডিপিও-র নিকট ডেপুটেশন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ জুন: চাকরির নিয়মিতকরণ, সমকাজে সমবেতন, অবসরের পর গ্র্যাচুইটি ও নিয়মিত পেনশনসহ বিভিন্ন দাবিতে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা সোমবার সিডিপিও-র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়।
সোমবার সোনামুড়া আইসিডিএস প্রজেক্টের সিডিপিও প্রবাল কান্তি বর্মন -এর নিকট সাত দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে চাকরির নিয়মিতকরণ, সমকাজে সমবেতন, অবসরের সঙ্গে গ্র্যাচুইটি ও নিয়মিত পেনশন প্রদান, মোবাইল বিল ও এসএনপি বিল বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করা।
স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের চাকরি শেষে উপযুক্ত গ্র্যাচুইটি ও পেনশন প্রদানের পক্ষে রায় দিয়েছে। পাশাপাশি ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরা হাইকোর্টও অবসরপ্রাপ্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের গ্র্যাচুইটি দ্রুত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে দাবি করা হয়।
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে তারা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করলেও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই দ্রুত তাদের দাবিগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তারা।
অপরদিকে, সিডিপিও প্রবাল কান্তি বর্মন কর্মী ও সহায়িকাদের দাবিগুলির যৌক্তিকতা রয়েছে বলে স্বীকার করেন। তিনি জানান, বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ করা হবে।
উল্লেখ্য, সোনামুড়া মহকুমার সোনামুড়া নগর, বক্সনগর, মেলাঘর ও কাঠালিয়া এলাকায় মোট ৬৪৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন মোট ১,২৯৭ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা।

Memorandum
Due to unavoidable circumstance 1). Last date and time for selling of tender form, 2). Time and date of opening of tender and 3). Last time & date submission of tender documents has been extended for the PNIT No. 05/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27 dt. 11/05/2026, and 06/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/ 2026-27 dt. 11/05/2026 and 07/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27 dt. 11/05/2026 which were circulated vide T.O. Memo No. F. 7(40)/EE-KLP/PWD (DWS)/1487-1543 Date: 11/05/2026, Memo No. F. 7(40)/EE-KLP/PWD (DWS)/ 1544-1600 Date: 11/05/2026 and Memo No. F. 7(40)/EE-KLP/PWD (DWS)/ 1601-56 Date: 11/05/2026 respectively as follows:-
1) Last date and time for selling of tender form : Up to 4.00 PM on 01/06/2026
2) Time and date of opening of tender:- AT 3.30 PM ON 02/06/2026(if possible)
3) Last time & date submission of tender documents: - Up to 3:00 PM of 02/06/2026
Other terms and condition remain unchanged.
(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur,
PWD Khowai, Tripura
ICA/C-625/26

Short Notice Inviting Quotation
Short Notice Inviting Quotation in sealed cover are here by invited by SDMO, Gonda Twisa for hiring of one EECO vehicle for the RBSK Mobile Health Team, Gonda Twisa SDH, Dhalai Tripura. The Last Date of submitting the quotation is 16/6/2026 upto 1PM
The Details of the Short Notice Inviting Quotation can be collected from Office of the Gonda Twisa SDH, Dhalai Tripura in all working days
ICA/C-630/26
Dr. J Debbarma
Sub divisional Medical officer
Gonda Twisa, Dhalai District, Tripura

NOTICE
This is to inform all candidates who appeared in the SUPER 30 Selection Test-2026 that the results of the Entrance Examination have been declared.
Candidates may view their results on the official website of the Directorate of Secondary Education, Tripura:https://schooleducation.tripura.gov.in/result-super-30-selection- test-2026
All candidates are requested to visit the website for detailed information.
Sd/- Director
Secondary Education
ICA/D-267/26

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 14/EE/AGRI/W/2026-27
The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Farms/ Private Ltd. Farm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work: -

Sl No.	Name of Work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Construction of Market at Batadhola Market at Boxanagar under Bishalgarh Agri. Sub-Division. (01/CE/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	1,90,55,855	3,81,117	Upto 15/06/2026 at 2.00 PM	At 03.00 PM on 15/06/2026	Appropriate Class
2	Construction of Market at Machima Bazar at Dhanpur under Sonamura Agri. Sub- Division. (02/CE/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	Rs. 1,90,55,855	3,81,117			
3	Construction of Market at Sutramura Bazar at Charilam under Bishalgarh Agri. Sub-Division. (03/CE/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	Rs. 1,90,55,855	3,81,117			
4	Construction of Market at Kalibazar Market under Nalchar Block under Bishalgarh Agri. Sub-Division. (04/CE/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)	Rs. 1,90,55,855	3,81,117			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-635/26
(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

ঋণগ্রহীতাদের বর্তমান অবস্থা জানতে 'চায় পে চর্চা' কর্মসূচি শুরু করল সংখ্যালঘু উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণপ্রাপ্তদের বর্তমান অবস্থা ও ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড। এরই অংশ হিসেবে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'চায় পে চর্চা' নামে এক বিশেষ মতবিনিময় কর্মসূচি।
এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন বলেন, কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহণের পর তারা কতটা সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কিনা এবং তাদের বর্তমান পরিস্থিতি কীসেসব বিষয় সরাসরি জানতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, 'চায় পে চর্চা' কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা হবে এবং তাদের সমস্যার কথা শোনা হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও কার্যকরভাবে কীভাবে সহায়তা করা যায়, সে বিষয়েও মতামত সংগ্রহ করা হবে।
কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখন থেকে প্রতি মাসের প্রথম দিনে ঋণগ্রহীতাদের নিয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। চায়ের আড্ডার পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভার মাধ্যমে ঋণপ্রাপ্তদের ব্যবসার অগ্রগতি, সাফল্য ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হবেন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

ধর্মনগরের পদ্মপুর চড়ক মেলায় অবৈধ জুয়ার অভিযোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জুন: ধর্মনগর শহরের পদ্মপুর ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজা ও মেলাকে কেন্দ্র করে ফের অবৈধ জুয়া পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও মেলা প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর বসেছে, যা নিয়ে এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেলার প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন স্থানে জুয়ার আয়োজন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও এ বিষয়ে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।এদিকে, মেলার উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, ধর্মনগরের বর্তমান বিধায়ক জহর চক্রবর্তী-কে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।
অভিযোগকারীদের দাবি, মেলার পরিচালনায় এলাকার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পাশাপাশি ধর্মনগর থানার কিছু পুলিশ কর্মীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, অবৈধ জুয়ার অভিযোগ সামনে এলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন, পুলিশ কিংবা মেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, মেলার ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

কর্নাটক মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত, বেঙ্গালুরু ফিরেছেন শিবকুমার ও সিদ্ধারামাইয়া

নয়াদিল্লি/বেঙ্গালুরু, ২ জুন (আইএএনএস) : কর্নাটকের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দিনভর ম্যারাথন বৈঠকের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে একসঙ্গে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী-মনোনীত ডি. কে. শিবকুমার এবং বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া।
সিদ্ধারামাইয়ার দফতর সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ বিমানটি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে এবং রাত প্রায় ১০টায় বেঙ্গালুরুর এইচএএল বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা। বুধবার সন্ধ্যায় বেঙ্গালুরুর লোক ভবনে ডি. কে. শিবকুমারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন শিবকুমার ও সিদ্ধারামাইয়া।
দলীয় সূত্রে খবর, মন্ত্রিসভার প্রথম দফায় শিবকুমারের সঙ্গে প্রায় ১৪ জন মন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। তবে কারা মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন, সেই তালিকা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেনি কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বৈঠকের পর শিবকুমার ও সিদ্ধারামাইয়াকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং খাড়গের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা যায়।
মন্ত্রিত্ব নিয়ে জল্পনা চললেও কর্নাটকের সম্ভাব্য মন্ত্রীদের তালিকা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাননি কংগ্রেস নেতারা। সূত্রের দাবি, ১২ থেকে ১৪ জন মন্ত্রীর নাম ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে, যদিও মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত চূড়ান্ত তালিকা নিয়ে আলোচনা চলেছে।
এদিকে, উত্তর কর্নাটকের অনগ্রসর শ্রেণির এক প্রভাবশালী নেতাকে কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (কেপিসিসি) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন ডি. কে. শিবকুমার। দলীয় অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গেছে, নতুন নেতৃত্বকে সুযোগ দিতে কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার বাইরে রাখার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।
অন্যদিকে, ম্যাঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন বিধানসভার স্পিকার ইউ. টি. খাদার বলেন, নতুন সরকারে তিনি কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার আশা করছেন। তবে এ বিষয়ে এখনও দলীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বার্তা পাননি বলেও জানান তিনি।
প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক আর. ভি. দেশপান্ডে বলেন, দলীয় হাইকমান্ড যে সিদ্ধান্ত নেবে, তিনি তা মেনে নেবেন। সূত্রের মতে, ২০২৮ সালের কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিজ্ঞ ও নতুন মুখের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে কংগ্রেস। সেই কৌশলের অংশ হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভায় ৮ থেকে ১০ জন প্রথমবারের মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।
এছাড়াও, ধাপে ধাপে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও বিবেচনা করছে দল। বুধবার সীমিত সংখ্যক মন্ত্রী শপথ নিলেও রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হতে পারে। এর আগে শিবকুমার এবং সিদ্ধারামাইয়া উভয়েই সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নামের সুপারিশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জমা দিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করে দুই নেতার মতামত বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।দলীয় সূত্র আরও জানিয়েছে, ৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সী নেতাদের জন্য অধিকাংশ মন্ত্রিত্ব সংরক্ষিত রাখার পাশাপাশি প্রায় ১০টি পদ নতুন প্রজন্মের নেতাদের জন্য বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রীসহ কর্নাটক মন্ত্রিসভায় সর্বোচ্চ ৩৪ জন সদস্য থাকতে পারেন। নতুন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক, জাতিগত এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নও সম্পন্ন করেছে বলে সূত্রের দাবি।

মোহনপুরে উদ্ধার চার লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: নেশা বিরোধী অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সিধাই থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাতভর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পুলিশ চার লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নেশা পাচারের সঙ্গে জড়িতদের গতিবিধির খবর পেয়ে সিধাই থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘ তল্লাশি অভিযানের পর বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।তবে উদ্ধার অভিযান সফল হলেও এই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। অভিযানের খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট নেশা কারবারিরা পালিয়ে যায় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের সন্ধানে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
রাজ্যে নেশা কারবার রুখতে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবেই এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সিবিএসই মূল্যায়ন বিতর্কে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি জয়রাম রমেশের

নয়াদিল্লি, ২ জুন (আইএএনএস) : সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর উত্তরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ।
মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে জয়রাম রমেশ লেখেন, সিবিএসই-র চেয়ারম্যান এবং সচিবকে বদলি করা হয়েছে। প্রকৃত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষামন্ত্রীকেও অপসারণ করতে হবে।
কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সিবিএসই-র চেয়ারম্যান রাহুল সিং এবং সচিব হিমাংশু গুপ্তাকে বদলি করার সিদ্ধান্তের পরই এই মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষা-প্রযুক্তি সংস্থা কোয়েস্পট এডু টেক-এর সঙ্গে সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) সিস্টেম সংক্রান্ত চুক্তিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তীব্র হওয়ার মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জয়রাম রমেশ বলেন, সিবিএসই নেতৃত্বের আকস্মিক বিদায় এবং ওএসএম সিস্টেমের ক্রয়প্রক্রিয়া তদন্তে এক সদস্যের কমিটি গঠনই প্রমাণ করে যে অনিয়ম ঘটেছিল। এই কেলেঙ্কারি অনলাইনে প্রকাশ্যে আনা এবং সংসদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সামনে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য জেন-জি প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা ও সচেতনতাকে কৃতিত্ব দিতে হবে।
এদিন হুইসেলব্লোয়ার ছাত্র সার্থক সিদ্ধান্ত সংসদের শিক্ষা, মহিলা, শিশু, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সামনে হাজির হন। কংগ্রেস সাংসদ দিগ্বিজয় সিং-এর নেতৃত্বাধীন কমিটির সামনে তিনি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরেন বলে জানা গেছে।
জয়রাম রমেশ অভিযোগ করেন, শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পরপরই এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তে আমলাদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা। মনে রাখতে হবে, ২০২৫ সালের নভেম্বরেই নিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি রাহুল সিংয়ের মেয়াদ আরও দুই বছরের জন্য বাড়িয়েছিল।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, অদক্ষ এবং ব্যর্থ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ যুবকের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।
উল্লেখ্য, নিট পরীক্ষায় অনিয়ম এবং সিবিএসই-র ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে ঘিরে অভিযোগ ওঠার পর দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়।বিতর্কের সূত্রপাত হয় ছাত্র বেদান্ত শ্রীবাস্তব-এর একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্ট থেকে। তিনি জানান, পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষায় প্রত্যাশার তুলনায় কম নম্বর পাওয়ার পর ১৯ মে তিনি তাঁর উত্তরপত্রের ফটোকপির জন্য আবেদন করেছিলেন।
চার দিন পরে তিনি এক্স-এ দাবি করেন, সিবিএসই যে উত্তরপত্রের কপি তাঁকে পাঠিয়েছে, সেটি তাঁর হাতের লেখা নয় এবং অন্য এক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র। পরে সিবিএসই ভুল স্বীকার করে সঠিক উত্তরপত্র তাঁকে পাঠায়।
এছাড়াও একাধিক ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে নম্বর প্রদানে অসঙ্গতি এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের জেরে সিবিএসই-র মূল্যায়ন পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্ত্রী-সন্তান রেখে অন্য মহিলার সঙ্গে বসবাসের অভিযোগ বনকর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ জুন: স্ত্রী ও তিন সন্তানকে বাড়িতে রেখে অন্য এক মহিলার সঙ্গে বসবাসের অভিযোগ উঠেছে বনদপ্তরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার বিশালগড় থানাধীন নেতাজীনগর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
অভিযোগ অনুযায়ী, বাইখোরা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিৎ ত্রিপুরা, যিনি পেশায় বনদপ্তরের কর্মী (ফরেস্টার), দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে সিপাহীজলা জেলায় অবস্থান করছিলেন। বর্তমানে তিনি সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর ফরেস্ট বিটে কর্মরত রয়েছেন।
পরিবারের অভিযোগ, কর্মসূত্রে বাইরে থাকার সময় তিনি মধুপুর থানাধীন কোনাবন এলাকার এক বিধবা মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে তাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বিশালগড়ের নেতাজীনগর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।
অভিযোগকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাইখোরায় থাকা নিজের স্ত্রী ও তিন সন্তানের ভরণপোষণ এবং খোঁজখবর নেওয়া থেকেও বিরত রয়েছেন।
পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সূত্রে বিষয়টি জানতে পেরে সম্প্রতি অভিযুক্তের ভাড়া বাড়িতে পৌঁছান। অভিযোগ, তাদের উপস্থিতির খবর পেয়ে সঞ্জিৎ ত্রিপুরা বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান।
ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ ওই বাড়িতে থাকা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।
তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জিৎ ত্রিপুরার বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে।

উগান্ডায় আরও ছয় জনের ইবোলা সংক্রমণ শনাক্ত, মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫

কাম্পালা, ২ জুন (আইএএনএস) : উগান্ডায় চলমান ইবোলা প্রাদুর্ভাবের মধ্যে আরও ছয় জনের শরীরে ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে। এর ফলে দেশে মোট নিশ্চিত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫-তে পৌঁছেছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে উগান্ডা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সর্বশেষ ইবোলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন ছয়টি সংক্রমণের ঘটনা আগে শনাক্ত হওয়া রোগীদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ধরা পড়েছে।
মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ১২ জন ইবোলা রোগী বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি রয়েছেন। এছাড়া সুস্থ হয়ে ওঠার পর দু"জন রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডা গত মে মাসে সর্বশেষ ইবোলা প্রাদুর্ভাবের ঘোষণা দেয়। সে সময় বিদেশ থেকে আগত দুই ব্যক্তির শরীরে ইবোলা ভাইরাস রোগ শনাক্ত হয়েছিল, যার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়।রোগটির বিস্তার রোধে বর্তমানে নিশ্চিত আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ৬৬৮ জন ব্যক্তির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।
সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগের মহাপরিচালক চার্লস ওলারো ইবোলার উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা শুরু হলে রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।সংক্রমণ রোধে দেশটির কর্তৃপক্ষ সংস্পর্শ অনুসন্ধান (কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং), নজরদারি ব্যবস্থা এবং জনসচেতনতা প্রচারাভিযান আরও জোরদার করেছে।
এদিকে, আফ্রিকায় ইবোলা মোকাবিলায় সহায়তা হিসেবে ভারত দ্বিতীয় দফায় চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে। এই চালানে রয়েছে সুরক্ষা সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, ওষুধ এবং পুষ্টি-সম্পূরক সামগ্রী, যা আফ্রিকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র-এর মাধ্যমে বিভিন্ন আফ্রিকান দেশে সরবরাহ করা হবে।ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানান, ৪৩ টনের এই চিকিৎসা সহায়তা আফ্রিকার জনস্বাস্থ্য প্রস্তুতি এবং ইবোলা মোকাবিলার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে।
উল্লেখ্য, এর আগে ২৪ মে ভারত আফ্রিকা সিডিসির কাছে জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী ও সুরক্ষা কিটের প্রথম চালানও পাঠিয়েছিল।

জয়সলমেরে বালিঝড়ে ধসে পড়ল রিসর্টের দেওয়াল, মৃত্যু লোকশিল্পীর, আহত ৪

জয়পুর, ২ জুন (আইএএনএস): রাজস্থানের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র জয়সলমের জেলার সাম এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক লোকশিল্পী। প্রবল বালিঝড়ের জেরে একটি হেরিটেজ রিসর্টের দেওয়াল ধসে পড়ায় মৃত্যু হয়েছে ২৭ বছর বয়সি লোকশিল্পী রমজান খানের। ঘটনায় আরও চারজন শিল্পী গুরুতর আহত হয়েছেন।সোমবার রাতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আয়োজিত একটি রাজস্থানি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যার পর হঠাৎই সাম এলাকায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও বালিঝড় শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে পড়ে। সেই সময় রিসর্টের সাংস্কৃতিক মঞ্চের পাশের একটি দেওয়াল ঝড়ের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে শিল্পীদের উপর।দেওয়ালের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন রমজান খানসহ কয়েকজন শিল্পী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রমজান খানের। তাঁর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করা দুই মহিলা শিল্পী এবং আরও দুই সহযোগী শিল্পী গুরুতর আহত হন।বালিয়াড়ি এবং লোকসংগীত-নৃত্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত সাম এলাকায় পর্যটন মরশুমে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঝড়ের গতি কয়েক মিনিটের মধ্যেই এতটাই বেড়ে যায় যে রিসর্টের অস্থায়ী কাঠামোগুলিও প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করে। এর মধ্যেই মঞ্চসংলগ্ন বড় দেওয়ালটি ভেঙে শিল্পীদের উপর পড়ে।
ঘটনার পরপরই রিসর্ট কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আহতদের বের করে আনা হয়। গুরুতর আহত চারজনকে প্রথমে সাম এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় জয়সলমের জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। মৃত রমজান খানের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।দেওয়াল ধসের পিছনে কোনও গাফিলতি বা নিম্নমানের নির্মাণকাজ দায়ী ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।এই ঘটনার পর সাম ও সংলগ্ন মরু অঞ্চলে গড়ে ওঠা টেন্ট ক্যাম্প ও হেরিটেজ রিসর্টগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতির প্রধান কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

১২ দফা দাবিতে সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা সভা সুন্দর সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের দাবিতে মঙ্গলবার সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা সভা সুন্দর সমিতি। সমিতির এক প্রতিনিধি দল সদর মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১২ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।

স্মারকলিপিতে সমিতির পক্ষ থেকে সদর মহকুমা এলাকায় টুয়েপ প্রকল্পের কাজ নিয়মিত করা, দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা নির্ধারণ এবং বছরে অন্তত ২০০ দিন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও দরিদ্র সভা সুন্দর সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্য গৃহহীন পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় অবিলম্বে ঘর প্রদান এবং আবাস নির্মাণের বরাদ্দ ন্যূনতম ৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার দাবি তোলা হয়।লভীজীবী সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি স্টল বরাদ্দ, স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং পূর্বের মতো বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থার দাবিও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি ও সময়মতো প্রদানের বিষয়টিও স্মারকলিপিতে গুরুত্ব পেয়েছে।সমিতির দাবি, ভুয়ো তপশিলি জাতির শংসাপত্র বাতিল করতে হবে এবং জাতিভিত্তিক জনগণনা অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে। শহরের জলজট সমস্যা নিরসন, ট্র্যাফিক যানজট কমানো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতি এবং চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে।এছাড়া ২০১৮ সালের পর রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, আগরতলার জিবি হাসপাতাল ও আইজিএম হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা বিশেষ করে রেডিওলজি বিভাগের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, দরিদ্র পরিবারগুলিকে ১০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং ১০ কেজি করে বিনামূল্যে চাল সরবরাহের দাবিও উত্থাপন করা হয়। স্মারকলিপিতে আরও দাবি জানানো হয়েছে যে, ত্রিপুরায় একটি অতিরিক্ত লোকসভা আসন বৃদ্ধি করে সেটিকে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত করা হোক। সমিতির নেতৃত্ব আশা প্রকাশ করেছেন, সরকার তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন বৈরীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সচিবালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, ইতিবাচক মনোভাব সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন বৈরীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য সচিবালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ত্রিপুরা গরিলা রিটারনিস ডিমান্ডস কমিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।বৈঠকে কমিটির প্রতিনিধিরা তাদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি এবং প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে সরকারের সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি পুনর্বাসন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়েও আলোচনা হয়।

এদিনের বৈঠকে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্থাপিত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়।

আত্মসমর্পণকারী প্রতিনিধিদের দাবিগুলি সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, সরকার সবসময় সংলাপ, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী। সেই লক্ষ্যে আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের উত্থাপিত বিষয়গুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যুব সঙ্গম কর্মসূচিতে অংশ নিতে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা ৫০ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: ভারত সরকারের অধীনে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে হরিয়ানা কুরুক্ষেত্রে ৫ দিনের শিক্ষামূলক যুব সঙ্গম এর কর্মসূচিতে অংশ নিতে মঙ্গলবার সকালে আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর থেকে রওনা দিলেন।আগরতলা এন আই টি নুডল ইনস্টিটিউট থেকে হরিয়ানা কুরুক্ষেত্রে নোডাল এন আই টি তে শিক্ষা মূলক ভ্রমণে যান ৫০ জন ছাত্রছাত্রী। মঙ্গলবার ত্রিপুরা রাজ্যের ৫০ জন ছাত্রছাত্রী তার মধ্যে ২৬ জন ছাত্রী এবং ২৪ জন ছাত্র কে নিয়ে যুব সংঘম সিক্স শিক্ষামূলক ভ্রমণে যান। আগরতলা এনআইটি ইন্সটিটিউট এর তত্ত্বাবধানে সারা রাজ্য থেকে ৫০ জন ছাত্রীকে নিয়ে যান। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এই যুব সঙ্গম কর্মসূচিতে এই সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের সায়ন ভৌমিক এই যুব সঙ্গম সিস্কশিক্ষামূলক ভ্রমণে স্থান পান। আগরতলা এনআইটির পাঁচজন গাইড টিচার ডক্টর পরম বীর সিং , ডক্টর সুকান্ত গোস্বামী, ডক্টর নেনসী শর্মা, ডক্টর করুনা কিরন, মিস্টার অভিষেক কুমার ইয়াধপ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে হরিয়ানা কুরুক্ষেত্রের যুব সঙ্গমে কর্মসূচিতে নিয়ে যান।

এনআইটির ডক্টর পরমবীর সিং সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন হরিয়ানা এনআইটি কুরুক্ষেত্রে মহা নোডাল ইনস্টিটিউট যুব সঙ্গমের সিক্স প্রোগ্রাম, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত , ডোমিউনিটি এডুকেশন অর্থাৎ রাজ্যের সংস্কৃতি তুলে ধরবেন ছাত্র-ছাত্রীরা। ৫ দিন কালচারেল এক্টিভিটি এবং হরিয়ানার সাংস্কৃতি সম্পর্কের অবগত হবেন।

বিলোনিয়ায় শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ জুন: বিলোনিয়ার ঈশানচন্দ্রনগরস্থিত শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রমে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে ৩১তম বার্ষিক উৎসব ও ভক্ত সম্মিলন। আগামী ৬ জুন পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ব্যাপক উৎসাহ ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। উৎসবের প্রথম দিনে সকালে শিশুদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় লোকনাথ বাবার জীবনকথা ও বাণীপাঠ। সন্ধ্যায় গঙ্গা আনয়ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের শুভ সূচনা হয়।

উৎসব সূচি অনুযায়ী, ২২ জ্যৈষ্ঠ বেলা ২টা থেকে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ভোরবেলায় মন্দির পরিক্রমা এবং নামযজ্ঞের সমাপনের মধ্য দিয়ে পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মঙ্গলবার উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উৎসবের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। আয়োজকরা সকল ভক্ত, ধর্মপ্রাণ মানুষ ও শুভানুধ্যায়ীদের উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মন্দির কমিটির সম্পাদক অমৃত দাস, সভাপতি প্রদীপ মল্লিক, উৎসব কমিটির সম্পাদক গৌতম বৈদ্য এবং সভাপতি বাপী ধর উৎসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হবে বলে আয়োজকদের আশা।

আগরতলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এনডিআরএফ-এর যৌথ বন্যা ত্রাণ ও উদ্ধার মহড়া

নয়াদিল্লি, ২ জুন : দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বিত প্রস্তুতি ও আন্তঃসংস্থার কার্যকর সহযোগিতার নজির হিসেবে ২ জুন মঙ্গলবার আগরতলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) যৌথভাবে একটি ব্যাপক বন্যা ত্রাণ ও উদ্ধার মহড়ার আয়োজন করেছে। এই মহড়ায় বেসামরিক প্রশাসনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় অংশীদার এবং সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

ত্রিপুরা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুই সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, আন্তঃকার্যক্ষমতা এবং যৌথ অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য। মহড়ায় বাস্তবসম্মত বন্যা পরিস্থিতির অনুকরণে আটকে পড়া মানুষের উদ্ধার, প্লাবিত এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, ত্রাণ শিবির স্থাপন এবং জরুরি সামগ্রী পরিবহনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করা হয়েছে।

মহড়া চলাকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এনডিআরএফ-এর বিশেষজ্ঞ দলগুলি উদ্ধার নৌকা মোতায়েন, আহতদের সরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সমন্বিত ত্রাণ কার্যক্রমের বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করেছে। এর মাধ্যমে উভয় সংস্থা তাদের নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি (এসওপি) যাচাই, সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা উন্নয়ন এবং যৌথ অপারেশনাল দক্ষতা আরও শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়েছে।

এই যৌথ মহড়া দুর্যোগকালে মানুষের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এনডিআরএফ-এর অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ, সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বও তুলে ধরেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এনডিআরএফ-এর মধ্যে দৃঢ় অংশীদারিত্বের প্রতিফলন হিসেবে এই যৌথ মহড়া জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত, সমন্বিত এবং দক্ষ প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার তাদের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পরিত্যক্ত স্থান থেকে ২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, তদন্তে যাত্রাপুর থানার পুলিশ

যাত্রাপুর, ২ জুন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে উত্তর পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকার ঠাম্মামুড়া গ্রামে একটি পরিত্যক্ত স্থান থেকে প্রায় ২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, গত ১ জুন গভীর রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়। অভিযানে সাব-ইন্সপেক্টর অমরকিশোর দেববর্মা, সাব-ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ দেবনাথসহ অন্যান্য পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা অংশ নেন।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার সময় নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে তল্লাশি চালানোর পর জঙ্গলের ভেতরে কালো পলিথিনে মোড়ানো একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখা যায়। সন্দেহজনক বস্তাটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে ওজন করে দেখা যায়, সেখানে মোট ২০ কেজি শুকনো গাঁজা রয়েছে।

তবে উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্যের মালিক কে বা কারা, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় খোঁজখবর নেওয়া হলেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, পরিত্যক্ত স্থানে বস্তাবন্দি অবস্থায় গাঁজা মজুত করে রাখা হয়েছিল। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা চক্রকে শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধনপুরে সুইচ গেট নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধনপুর, ২ জুন: ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাচ্ছাখলা এলাকায় প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ একটি সুইচ গেট প্রকল্পকে ঘিরে অনিয়ম ও নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকল্পটির স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে নিম্নমানের বোল্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে প্রকল্পের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের দাবি, ব্যবহৃত কিছু বোল্ডার অত্যন্ত দুর্বল এবং সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে প্রকল্পটির স্থায়িত্ব নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্প এলাকায় কোনও তথ্যফলক বা সাইনবোর্ড না থাকায় সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকল্পের ব্যয়, সময়সীমা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্পর্কে তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে নির্মাণকাজের সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত উপস্থিতি না থাকায় তদারকি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

আরও অভিযোগ, প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠ থেকে ঘাস সংগ্রহ করা হয়েছে, যা নিয়ে এলাকাবাসীর একাংশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ক্ষতিগ্রস্ত করে নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ করা উচিত নয়।

এদিকে, স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে কাজের সমালোচনা বা অনিয়মের প্রতিবাদকারীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও সামনে এসেছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ঘটনাস্থলে এক সরকারি আধিকারিকের উপস্থিতি এবং শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, নির্মাণকাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব মূলত সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপর বর্তায়।

তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সংবাদ লেখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসীরা অবিলম্বে প্রকল্পটির গুণগত মান, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, জনস্বার্থে নির্মীয়মাণ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

গোমতী জেলা পরিবহন দপ্তরে দালালচক্রের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ, ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ

আগরতলা, ২ জুন: গোমতী জেলা পরিবহন দপ্তরে ব্যাপক অনিয়ম এবং দালালচক্রের দৌরাত্ম্যের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দপ্তরের অভ্যন্তরে ও বাইরে সক্রিয় একটি প্রভাবশালী দালালচক্র সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করছে এবং সরকারি পরিষেবা পেতে বাধ্য করছে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পরিবহন দপ্তরের আশপাশে প্রায় ৩০ জন বেসরকারি দালাল নিয়মিতভাবে অবস্থান করে। গাড়ির মালিক ও চালকদের নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ এসব দালালের মাধ্যমে করাতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কেউ সরাসরি অফিসে গিয়ে কাজ করার চেষ্টা করলে নানা অজুহাতে তার ফাইল আটকে রাখা বা দীর্ঘসূত্রিতা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, দপ্তরের কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধেও এই দালালচক্রের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, আগরতলা, শান্তিরবাজার এবং উদয়পুর-তুলামুড়া এলাকার অন্তত তিনজন কর্মী মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় কাজ করছেন এবং অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন নথিপত্র দ্রুত নিষ্পত্তি করে দিচ্ছেন। সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, সরকার নির্ধারিত নতুন অফিস সময়সূচি কার্যকর হওয়ার পরও কয়েকজন কর্মচারী তা মেনে চলছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এছাড়া দপ্তরের নাইট গার্ডের বিরুদ্ধেও দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, তিনি নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন না করায় অফিস চত্বরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবহন কর্মীদের একাংশের মতে, দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের কিছু কর্মচারীর মধ্যে গড়ে ওঠা একটি অসাধু চক্র দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলছে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে। স্থানীয় চালক, গাড়ির মালিক ও সাধারণ মানুষ গোমতী জেলার জেলাশাসক এবং রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে দালালচক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, পরিবহন দপ্তরে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিষেবা নিশ্চিত করা না গেলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, কল্যাণপুরে উত্তর কমলনগর-মাইজভান্ডার সড়ক নির্মাণে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত

কল্যাণপুর, ২ জুন: বহু বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কল্যাণপুর বিধানসভা এলাকায় উত্তর কমলনগর থেকে মাইজভান্ডার এসপিও ক্যাম্প পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল এই সড়কটির উন্নয়ন। অবশেষে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোতে শুরু করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।

বর্ষাকালে কাদাময় ও বেহাল রাস্তার কারণে বছরের পর বছর চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, রোগী, ব্যবসায়ী এবং নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। নতুন পাকা সড়ক নির্মিত হলে এই দুর্ভোগের অবসান ঘটবে বলে আশা করছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের মতে, উন্নত সড়ক যোগাযোগ শুধু যাতায়াত সহজ করবে না, বরং এলাকার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথও সুগম করবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে মনে করছেন তারা।

মঙ্গলবার নির্মাণকাজ পরিদর্শনে যান কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তিনি কাজের মান খতিয়ে দেখেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

বিধায়কের এই সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের মতে, এলাকার উন্নয়নে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ব্রহ্মকুণ্ডে সেতুর অ্যাপ্রোচ

● প্রথম পাতার পর

মানুষ ও যানবাহন চালকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এলাকাবাসীদের আশঙ্কা, দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা না নেওয়া হলে যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে তাঁদের মত। স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাপ্রোচ অংশ সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার সরকার ও সংশ্লিষ্ট পূর্ত দপ্তরকেই বহন করতে হবে।

১৫ জুন প্রকাশিত হবে

● প্রথম পাতার পর

কমিটি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে ভোটকেন্দ্র চূড়ান্তকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং বর্তমানে ভোটার তালিকা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরও জানান, এবারের ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটিতে ২ হাজার ৬০০-রও বেশি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন ব্লকে মোট ১ হাজার ৫৫০টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোটারদের খসড়া তালিকা যাচাই করে প্রয়োজনীয় দাবি বা আপত্তি জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৬ মাস বাংলাদেশে জেল

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক ও আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়।

ভারতের পক্ষে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, বিএসএফের ১০৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার অশোক কুমার, বিএসএফ কর্মকর্তা স্ট্যানলি এবং সিধাই থানার অন্তর্গত সুবলটিলা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

অন্যদিকে বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাল্লা সীমান্তে ৫৫ বিজিবি ক্যাম্পের ইনচার্জ মোহাম্মদ দাউদ হোসেন, হবিগঞ্জ জেলা কারাগারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুজ্জামান এবং চুনারুঘাট থানার এক প্রতিনিধি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন প্রদীপ চন্দ্র পালের পরিবারের সদস্যরা।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ সীমান্ত পারাপার রোধে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশই সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি বজায় রেখেছে। একই সঙ্গে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আটক নাগরিকদের নিজ দেশে ফিরিয়ে দিতে মানবিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতাও অব্যাহত রয়েছে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের

● প্রথম পাতার পর

সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি দলীয় কর্মী, নেতৃত্ব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেন। ওই প্রতিবেদনগুলির ভিত্তিতে পর্যবেক্ষক এবং শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নবনিযুক্ত জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের তালিকা নিম্নরূপ, আমবাসা জেলা: জ্যাকব রোখুম, বিলোনিয়া জেলা: শম্পা দত্ত, বিশালগড় জেলা: গোপীনাথ সাহা, ধর্মনগর জেলা: নিরুপম দে, কৈলাসহর জেলা: মোঃ বদরুজ্জামান, কৈলাসহর (কার্যকরী সভাপতি): সত্যবান দাস, সদর জেলা: তন্ময় রায়, সোনামুড়া জেলা: রোশন আলি, তেলিয়ামুড়া জেলা: প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, উদয়পুর জেলা: টিটন পাল

রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের মতে, এই সাংগঠনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে দলকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে নতুন জেলা সভাপতিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

স্বামীর রডের আঘাতে জখম স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে বাপের বাড়িতে বসবাস করতেন এবং বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অপরদিকে অভিযুক্ত স্বামী রসুল মিয়া (৩০)-র বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার তামসাবাড়ি এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১ জুন সন্ধ্যায় হাটবার উপলক্ষে রোজিনা বেগম কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা করতে আসেন। এক পর্যায়ে তিনি একটি সবজির দোকানে সবজি কিনছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্ত স্বামী হঠাৎ লোহার রড দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। গুরুতর আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার খবর পেয়ে কাঠালিয়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় রোজিনা বেগমকে উদ্ধার করে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়।

এদিকে ঘটনার পর অভিযুক্ত রসুল মিয়া যাত্রাপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন বলে জানা গেছে। পুলিশ তাকে আটক করে থানার লকআপে রাখে।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বামী দাম্পত্য কলহের কথা স্বীকার করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল বলেও তিনি জানিয়েছেন।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, ঘটনার প্রেক্ষিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ঘটনার পর কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রকাশ্য জনবহুল এলাকায় এ ধরনের হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।

দেশের কল্যাণে

● প্রথম পাতার পর

থেকে শিক্ষিত হয়ে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের মাধ্যমে যুব সমাজ উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে এই প্রতিষ্ঠান গাঙ্গাইল রোডস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু করা হবে। পরবর্তীতে মূল প্রতিষ্ঠান ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব জমিতে স্থাপন করা হবে। এতে প্রত্যেক বছর ১ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতবর্ষ যুব সম্পদের দিক দিয়ে অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে বিশ্বে অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের কল্যাণে এই যুব সম্পদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই এই যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা বিকাশে বিভিন্ন কার্যকরী পরিকল্পনা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ ও সমাজের কল্যাণে আমাদের প্রয়োজন শিক্ষিত, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যুব সম্প্রদায়। যাদের নিয়মানুবর্তিতা, চারিত্রিক গঠন, মানব সেবায় নিবেদিত প্রাণ এক সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শুভকরনানন্দ মহারাজ বলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে হায়দ্রাবাদ এবং কলকাতাতে এই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮টি বিভিন্ন বিভাগে প্রত্যেক বছর ১৮ হাজার শিক্ষার্থী দেশি ও বিদেশী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে. সহ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুসন্ত এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

৪ জুন কেরলে বর্ষার প্রবেশ

● প্রথম পাতার পর

আবহাওয়া মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগঢ়-সহ মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশেও বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস। অন্যদিকে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

গত কয়েক দিনের প্রাকবর্ষা বজ্রঝড় দেশের বহু অঞ্চলে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। আবহাওয়াবিদরা আগামী কয়েক দিনে কেরল থেকে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির উপর নজর রাখবেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সময়মতো এবং সমভাবে বণ্টিত বর্ষা দেশের কৃষি উৎপাদন, জলনিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহ দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

ভারী বৃষ্টি, বজ্রঝড় এবং প্রবল দমকা হাওয়ার পূর্বাভাসের মধ্য দিয়ে ২০২৬ সালের বর্ষা মৌসুমের সূচনা হতে চলেছে এক সক্রিয় আবহাওয়াগত পরিস্থিতির মধ্যেই।

ক্রীড়াঙ্গন

জুনিয়র ক্রিকেটারদের ১০৮টি কিট ব্যাগ ও মাঠের সরঞ্জাম দিল টিসিএ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। ত্রিপুরার ক্রিকেটের বুনিয়াদি স্তরের মানোন্নয়ন এবং জুনিয়র ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে এক মহতী উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার, আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হল-এ এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের জুনিয়র ক্রিকেটারদের (বালক ও বালিকা) হাতে মোট ১০৮টি ক্রিকেট কিট ব্যাগ ও ক্রীড়া সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে টিসিএ-র অধিভুক্ত সমস্ত মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে মাঠের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও প্রদান করা হয়েছে। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের সিএসআর ফান্ডের অধীনে জুনিয়র ক্রিকেটারদের জন্য ১০০টি ক্রিকেট কিট ব্যাগ এবং ক্রীড়া সরঞ্জাম স্পন্সর করেছে, যা সরবরাহ করেছে খ্যাতনামা স্পোর্টস কোম্পানি 'এসজি'। সনাতন হিন্দুধর্ম অনুসারে ১০৮ সংখ্যাটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে টিসিএ কর্তৃপক্ষ মোট ১০৮টি কিট ব্যাগ বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এসবিআই-এর দেওয়া ১০০টি ব্যাগের পাশাপাশি বাকি ৮টি জুনিয়র ক্রিকেট কিট ব্যাগ ও সরঞ্জাম টিসিএ নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করেছে।এদিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, জাতীয় সংগীত, জাতীয় স্তোত্র এবং একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক দলের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে। মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের বরণ ও উপহার প্রদানের পর স্বাগত ভাষণ দেন টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে। এরপর বক্তব্য রাখেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার দেবাশিস চন্দ্র দাস এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে টিসিএ এবং এসবিআই-এর এই যৌথ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসবিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার কৈজাম রবিকুমার সিং, টিসিএ-র সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা এবং কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী। সভার সমাপ্তি ঘটে টিসিএ-র সভাপতি তপন লোধের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে।অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন বিভাগে কিট ব্যাগ ও সরঞ্জাম বণ্টন করা হয়। ২০২৪-২৫ মরশুমের সদর আন্তঃস্কুল টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের (ছাত্রী বিভাগ) চ্যাম্পিয়ন বড়দোয়ালী এইচএস স্কুল এবং রানার্স-আপ আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে ১টি করে ব্যাগ দেওয়া হয়। ২০২৫-২৬ মরশুমের অংশগ্রহণকারী ৭টি স্কুলের প্রতিটিকে ২টি করে এবং ছেলেদের ২০২৪-২৫ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ও রানার্স-আপ হোলি ক্রস স্কুলকে ১টি করে কিট ব্যাগ দেওয়া হয়। এছাড়া অনূর্ধ-১৫ বিসিসিআই ওয়ান ডে ট্রফিতে (২০২৫-২৬) সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা বিপিএল তালিকাভুক্ত ৬ জন বালিকা এবং অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে খেলা ৪ জন বিপিএল তালিকাভুক্ত বালককে ব্যক্তিগতভাবে কিট ব্যাগ দেওয়া হয়। একই সাথে টিসিএ-র অধীনে থাকা ১৭টি কোচিং/প্লে সেন্টারকে ২টি করে, ১৪টি অধিভুক্ত ক্লাবকে ১টি করে এবং অধিভুক্ত মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনগুলিকে ২টি করে কিট ব্যাগ প্রদান করা হয়।ক্রিকেট কিট ব্যাগ বিতরণের পাশাপাশি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এদিন রাজ্যের ক্রিকেটের তৃণমূল স্তরের প্রসারের কথা ভেবে এক বড় পদক্ষেপ নেয়। টিসিএ-র অধিভুক্ত রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ ও খেলার মান উন্নত করার জন্য বিশেষ মাঠের সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। টিসিএ কর্তৃপক্ষের এই সামগ্রিক উদ্যোগ এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদীয়মান ক্রিকেটারদের আগামী দিনে জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করতে দারুণভাবে সাহায্য করবে বলে ক্রীড়ামহল মনে করছে।

জাতীয় সাব-জুনিয়র বক্সিংয়ের দল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ট্রায়াল ৫ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: আগামী ২২ থেকে ৩০ জুন পাঞ্জাবের জলন্ধরের লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অনুর্ধ-১৫ সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৫ জুন, শুক্রবার বেলা ১১:৩০ টায় আগরতলার এনএসআরসিসি বক্সিং হলে একটি বিশেষ বাছাই পর্বের আয়োজন করা হয়েছে।ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা এক প্রেস বিবৃতিতে রাজ্যের সমস্ত ইচ্ছুক বক্সারদের এই বাছাই পর্বে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যে সমস্ত বক্সারদের জন্ম ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩-এর মধ্যে, কেবল তারাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। বাছাই পর্বে অংশ নেওয়ার সময় বক্সারদের সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র (বয়সের শংসাপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্টস) এবং নিজস্ব বক্সিং গিয়ার সাথে নিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য, এই জাতীয় টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি ওজনের গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছরের চতুর্থ জাতীয় টুর্নামেন্টেও ত্রিপুরার বক্সাররা অংশ নিয়েছিল এবং রাজ্য দলের ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসাজনক ছিল। সেই সাফল্যের ধারা বজায় রাখতেই এবারও একটি শক্তিশালী রাজ্য দল গঠনে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। পাঞ্জাবে মূল প্রতিযোগিতার ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ জুন বিকেল ৫ টায়। তার আগে আগামী ১০ জুনের মধ্যে সংখ্যার ভিত্তিতে এবং ১৬ জুনের মধ্যে নামের ভিত্তিতে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন ধার্য্য করা হয়েছে। ক্রীড়া প্রেমী ও অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আশা করছেন, গতবারের মতো এবারও ত্রিপুরার ছেলে-মেয়েরা জাতীয় স্তরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

চার বছর পর টেনিস কোর্টে ফিরছেন সেরিনা

চার বছর পর আবার টেনিস কোর্টে ফিরতে চলেছেন সেরিনা উইলিয়ামস। আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় সোমবার জানিয়ে দিয়েছেন, চলতি মাসে ইংল্যান্ডের কুইন্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবেন তিনি। দীর্ঘ দিন বাদে প্রথম সারির একটি প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছেন তিনি। তর্কাতীত ভাবে সর্বকালের অন্যতম সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদ কুইন্সে ডাবলস বিভাগে খেলবেন কানাডার তরুণী ভিক্টোরিয়া এমবোকোর সঙ্গে জুটি বেঁধে।

২০২৩-এর ইউএস ওপেনের পর আবার কোর্টে ফিরতে চলেছেন সেরিনা। সে বার তৃতীয় রাউন্ডেই ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। পরে ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে ছিটকে যান। তার ঠিক আগের বছর, অর্থাৎ ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে সেরিনা জানিয়েছিলেন, তিনি টেনিস থেকে দূরে কী ভাবে জীবন কাটাবেন তা নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর না নিলেও অনেকেই ভেবেছিলেন সেরিনার টেনিসজীবন শেষ।

সেরিনার দিদি ভিনাস এখনও টেনিস খেলে চলেছেন। তবে ৪৪ বছরের সেরিনাকে নিয়ে অন্য একটি জল্পনা চলছে। তিনি উইম্বলডনে খেলেন কি না সে দিকে নজর রয়েছে অনেকের। সেরিনার প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল আগেই। তিনি আন্তর্জাতিক পরীক্ষা সংস্থার (আইটিএ) ডোপ-বিরোধী বিভাগকে চিঠি লিখেছিলেন। কোনও খেলোয়াড় দীর্ঘ দিন বাদে আবার খেলতে নামলে অন্তত ছ'মাস আগে আইটিএ-কে জানাতে হয়।

সেরিনা বলেছেন, "পরবর্তী অধ্যায় শুরু করার জন্য কুইন্স ক্লাব নিখুঁত জায়গায়। জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলো কাটিয়েছি ঘাসের কোর্টে খেলে। টেনিসের ঐতিহ্যশালী একটা মঞ্চে আবার ফিরতে পেরে আমি গর্বিত।"

রুলি নাকি মুসো কে হবেন মার্তিনেজের বিকল্প

বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে মূল গোলরক্ষক ও দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে ঘিরে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে আর্জেন্টিনা দলে। হাতে চোট থাকায় মার্তিনেজের শারীরিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন কোচিং স্টাফরা।

আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা থাকলেও এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নন। যে কারণে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দুটিকে ব্যবহার করা হবে মার্তিনেজের বিকল্প নির্ধারণে। যেখানে লড়াই করবেন দলের অন্য দুই গোলরক্ষক গোরোনিমো রুলি ও হুয়ান মুসো। পরিসংখ্যান বলছে, ধারাবাহিকতা ও অতীত রেকর্ডের বিচারে মার্তিনেজের বিকল্প হিসেবে রুলিই এগিয়ে। রুলি বর্তমানে মার্সেইয়ের হয়ে খেলেন। আর্জেন্টিনার সিনিয়র দলের হয়ে তিনি সাতটি অফিশিয়াল ম্যাচ খেলেছেন, যেখানে দল কোনো ম্যাচ হারেনি এবং গোলও হজম করেছেন মাত্র ২টি। রুলির সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল ২০২৪ সালের নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে পেরুর বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

পাশাপাশি রুলি ছিলেন আর্জেন্টিনার সেই দলের সদস্য, যারা ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপ, ২০২২ ফিনালিসিমা ও ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা জিতেছে। ফলে বড় টুর্নামেন্টে দলকে খুব কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। ৩৪ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক গত মৌসুমে মার্সেইয়ের হয়ে ৩৯ ম্যাচ খেলেছেন। লিগ আঁতে পঞ্চম হওয়া দলটির হয়ে তিনি ৫২ গোল হজম করেন।

অন্যদিকে হুয়ান মুসো রুলির মতো নিয়মিত খেলার সুযোগ না পেলেও মৌসুমের শেষ দিকে আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে দারুণ পারফর্ম করেছেন। ইয়ান অবলাকের চোটের কারণেই মূলত দলের গোলবার সামলাতে হয় তাঁকে।

সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুসো দারুণ নৈপুণ্য দেখান এবং আতলেতিকোর চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০২৬ সালে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল বিশেষভাবে উজ্জ্বল। এ বছর ১২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি, যার অনেকগুলোতেই ছিলেন দলের সেরা খেলোয়াড়।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত মুসো খেলেছেন তিনটি অফিশিয়াল ম্যাচ। ২০১৯ সালে মরক্কোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ১-০ গোলের জয়ে মাঠে ছিলেন ২৩ মিনিট। এরপর ২০২১ সালে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বলিভিয়ার বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে একাদশে ছিলেন। আর ২০২৬ সালে জাম্বিয়ার বিপক্ষে ৫-০ ব্যবধানে জেতা প্রীতি ম্যাচে খেলেছেন ১৬ মিনিট।

সব মিলিয়ে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, বিকল্প গোলরক্ষকের দৌড়ে রুলিই কিছুটা এগিয়ে। তবে মুসোর সাম্প্রতিক ফর্ম রুলিকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিচ্ছে না। ৬ ও ৯ জুন যথাক্রমে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দুটি স্কালোনির ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিতে পারে। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার ১ নম্বর গোলরক্ষক হিসেবে মার্তিনেজের জায়গা অটুট। পাশাপাশি তাঁর বিকল্প হিসেবেও আর্জেন্টিনার হাতে রয়েছে নির্ভরযোগ্য দুটি নাম।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ!

ইস্টবেঙ্গলের কোচ আর থাকছেন না অস্কার ব্রুজো। এক মাস আগে একটি সাংবাদিক বৈঠকে যে কথা ঘোষণা করেছিলেন, সেটিই সোমবার আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দিলেন স্পেনীয় কোচ। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে জানিয়েছেন, ৩১ মে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে তাঁর। পরিকল্পনার অভাবেই যে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।অস্কার লিখেছেন, "মরসুম শেষ হওয়ার পর আমার এবং বেশির ভাগ ফুটবলারের চুক্তি শেষ হয়েছে ৩১ মে। জীবনের মতোই ফুটবলে ব্যাখ্যা, পরিকল্পনা এবং দূরদৃষ্টি সবার উপরে থাকে। স্থিতাবস্থা এবং সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত না হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় কোনও প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমি, আদ্রিয়ান এবং জেভিয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক আর এগিয়ে নিয়ে যাব না।"আইএসএল জয় এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে কাটানো দেড় বছর যে তাঁর হৃদয়ে থাকবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অস্কার। লিখেছেন, "এই মরসুমটা সারাজীবন মনে রাখব। আইএসএল জয় ঐতিহাসিক ছিল। দলের প্রত্যেকে তা কঠোর পরিশ্রমের পর অর্জন করেছে। প্রত্যেকে আপাদমস্তক পেশাদার এবং অসাধারণ মানুষ। আমরা ডুরান্ড কাপ এবং সুপার কাপের মতো ঐতিহ্যশালী দুটো ট্রফির ফাইনাল খেলেছি। দুটোই পেনাল্টিতে হেরেছি। খুব দুঃখ হয়েছে। কিন্তু দল যে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানসিকতা দেখিয়ে দ্রুত ফিরে এসে আইএসএল জিতেছে তাতে আমাদের সকলের গর্ব হওয়া উচিত।"অস্কার আরও লিখেছেন, "সকল ফুটবলার, স্টাফ সদস্য, ইমামি, ক্লাবকর্তা এবং সমর্থকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনারা আমাকে সব দিয়েছে। আশা করি আমিও প্রতিদান হিসাবে কিছু দিতে পেরেছি। ইস্টবেঙ্গল সব সময়ে আমার হৃদয়ে বিশেষ জায়গা নিয়ে থাকবে।"উল্লেখ্য, নতুন মরসুমে ব্যাপারে এখনও বিশদে কিছু জানাতে পারেনি ফেডারেশন। ফলে নতুন মরসুম কবে, কী ভাবে শুরু হবে তার কোনও রূপরেখা এখনও তৈরি হয়নি। সে কারণেই বিরক্ত অস্কার ক্লাব ছাড়লেন। মুম্বই সিটি ম্যাচের আগেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়, আগামীকাল থেকেশুরু হচ্ছে সদর আন্ত: স্কুল টি-২০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। পুনরায় প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়। আগামী ৪ জুন, বৃহস্পতিবার থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে সদর আন্ত: স্কুল বালকদের টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ২৫ মে থেকে এই টুর্নামেন্ট স্থগিত রাখা হয়েছিল। টুর্নামেন্টের নতুন ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী আগামী ৪ জুন উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামছে চারটি দল। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের মুখোমুখি হবে প্রগতি বিদ্যাভবন। খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায়। পরবর্তী ম্যাচে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং সেন্ট পলসস্কুল পরস্পরের মুখোমুখি হবে।এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মোট ২৭টি দল। মোট আটটি গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে দলগুলিকে। টি-টোয়েন্টি এই টুর্নামেন্টে মোট ৪০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী, ১৭ জুন পর্যন্ত চলবে গ্রুপ লীগের খেলা। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালে। ১৯ ও ২১ জুন হবে কোয়ার্টার ফাইনালের ২টি করে চারটি হেডিওয়েট লড়াই। এরপর ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল এবং ২৫ জুন মেগা ফাইনালের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে টুর্নামেন্টের। এবারের টুর্নামেন্ট দুটি মাঠ, আমতলী স্কুল গ্রাউন্ড এবং নীপকো গ্রাউন্ডে আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট এবং সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের স্থগিত রাখা ম্যাচগুলোও আগামী ৪ জুন থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে।

আলজেরিয়ার বিশ্বকাপ দলে জিদানের ছেলে

ফ্রান্সের কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদানকে নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে আলজেরিয়া। ২৬ সদস্যের দলটির অধিনায়কত্ব করবেন ম্যানচেস্টার সিটি ও লেস্টারের সাবেক ফরোয়ার্ড রিয়াদ মাহরেজ।স্প্যানিশ ক্লাব গ্রেনাডায় খেলা লুকা জিদান তিন গোলকিপারের একজন হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন। ফ্রান্সের অনূর্ধ-২০ দলে খেলা লুকা গত বছর থেকে পূর্বপুরুষের দেশ আলজেরিয়ার হয়ে খেলছেন। লুকা ও তাঁর বাবার জন্ম ফ্রান্সে। দাদা-দাদি আলজেরিয়ান। আলজেরিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন টটেনহামের সাবেক মিডফিল্ডার নাবিল বেনতালেবও। কোচ ভ্লাদিমির পেটকোভিচ বিশ্বকাপে রেখেছেন জানুয়ারিতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে চোটের কারণে খেলতে না পারা হুসেম আউয়ার এবং আমিন গুইরিকেও।

সর্বশেষ দুই আসর মিস করা আলজেরিয়া এবার নিজেদের পঞ্চম বিশ্বকাপ খেলবে। এবারের আসরে 'জে' গ্রুপে দলটির প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। প্রথম ম্যাচ ১৬ জুন লিওনেল মেসিদের বিপক্ষে।

আলজেরিয়ার বিশ্বকাপ দল

গোলকিপার: ওসামা বেনবোট, মেলভিন মাসতিল, লুকা জিদান।

ডিফেন্ডার: আশরাফ আবাদা, রায়ান আইত-নুরি, জিনেদিন বেলাইদ, রফিক বেলঘালি, রামি বেনসেবাইনি, সামির চেরগুই, জাউয়েন হাদজাম, আইসা মান্দি, মোহামেদ আমিন তুগাই।

মিডফিল্ডার: হুসেম আউয়ার, নাবিল বেনতালেব, হিশাম বুদাউই, ফারেস শাইবি, ইব্রাহিম মাজা, ইয়াসিন তিত্রাউই, রামিজ জেরুকি।

ফরোয়ার্ড:মোহামেদ আমিন আমৌরা, নাদির বেনবুয়ালি, আদিল বুলবিনা, ফারেস ঘেজেমিস, আমিন গুইরি, রিয়াদ মাহরেজ, আনিস হাজ মুসা।

'বিশ্বকাপ মিশন শুরু'অনুশীলনে যোগ দিয়ে রোনালদোর বার্তা

২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পর অনেকেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শেষ দেখে ফেলেছিলেন। সেই দেখাটা অবশ্য একেবারে অমূলকও ছিল না। ২০২৬ বিশ্বকাপ আসতে আসতে রোনালদোর বয়স ৪১ পেরিয়ে যাবে, এই বয়সে কি তিনি আর বিশ্বকাপ খেলবেন! কিন্তু নামটা যে রোনালদো, অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাঁর কাজ।

সব শঙ্কা ও অনিশ্চয়তাকে উড়িয়ে দিয়ে ঠিকই আরেকটি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন রোনালদো। পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্তিনেজের ঘোষিত বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া এই ফরোয়ার্ড গতকাল রাতে পর্তুগালের অনুশীলনেও যোগ দিয়েছেন। অনুশীলনে যোগ দেওয়ার খবর রোনালদো নিজেই জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে যোগ দিতে যাওয়ার ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'বিশ্বকাপ মিশন শুরু।'

এ নিয়ে রেকর্ড ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাচ্ছেন রোনালদো। এবার বিশ্বকাপে মাঠে নামার পর লিওনেল মেসির সঙ্গে তিনিই হবেন যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার। আগের ৫ বিশ্বকাপে রোনালদো সব মিলিয়ে ম্যাচ খেলেছেন ২২টি এবং গোল করেছেন ৮টি।

তবে ব্যক্তিগত রেকর্ড নয়, রোনালদো এবার পাখির চোখ করবেন বিশ্বকাপ ট্রফিকে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে সম্ভাব্য প্রায় সবকিছু অর্জন করলেও বাকি রয়ে গেছে শুধু বিশ্বকাপ শিরোপাটা। সেই অপূর্ণতা ঘুচিয়েই হয়তো ফুটবলকে বিদায় জানাবেন 'সিআর সেভেন'।

তবে রোনালদোর এখানেই শেষ দেখছেন না পর্তুগালের কোচ মার্তিনেজ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, রোনালদোর ক্ষুধাই তাঁকে এ পর্যায়ে টিকিয়ে রেখেছে। মার্তিনেজ বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোনো নির্দিষ্ট শিরোপা জেতার জন্য খেলে না, সেটি দলীয় হোক বা ব্যক্তিগত। তার আসল রহস্য হলো ক্ষুধা। সে যা-ই জিতুক না কেন, পরদিনও নিজেকে আরও উন্নত করার একই তাড়না নিয়ে মাঠে নামে। আমার মনে হয়, এই লক্ষ্যই একজন খেলোয়াড়কে এত দীর্ঘ সময় ধরে সেরা পর্যায়ে টিকে থাকতে সাহায্য করে। আমি অনেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কাজ করেছি, যারা চ্যাম্পিয়নস লিগ বা ব্যালন ডি'অর জয়ের পরদিন আর আগের মতো ক্ষুধার্ত থাকে না।'

২০৩০ বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মার্তিনেজ স্পষ্টভাবেই বলেন, 'সে (রোনালদো) এর জন্য লড়াই করবে। অন্তত এ বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমি মনে করি, সে এই অধিকার অর্জন করেছে।'

পর্তুগাল কোচ আরও বলেন, 'এটা ভাববেন না যে বিষয়টি কোচিং স্টাফের আলোচনায় আসে না। কারণ, আমরা চাই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর উদাহরণটি পর্তুগালের সব তরুণ ফুটবলারের কাছে তুলে ধরতে। তার মানসিকতা, পেশাদারত্ব ও সাফল্যের জন্য নিরন্তর চেষ্টাএসবই নতুন প্রজন্মের জন্য অনুসরণযোগ্য।'

১৭ জুন ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে পর্তুগাল। এরপর ২৩ জুন পর্তুগালের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান এবং ২৮ জুন পর্তুগাল গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে।

গোল্ড কাপ : বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের কাছে হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৪২তম অল ইন্ডিয়া উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজ এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের কাছে পরাজয়ের মুখ দেখতে হলো ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে। দেবভূমি গোল্ড কাপ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি দ্বারা আয়োজিত এই ৫০ ওভারের লীগ ম্যাচটি সকাল থেকেই বৃষ্টির কবলে পড়ে। সকাল ৯টার পরিবর্তে খেলা শুরু হয় বেলা ১১টায়, যার ফলে ম্যাচটি প্রথমে কমিয়ে ৩৮ ওভারের করা হয়। কিন্তু ইস্ট দিল্লি রাইডার্স ৩৪ ওভার ব্যাট করার পর আবারও বৃষ্টি নামলে খেলা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত 'ভিজেডি' নিয়মে ত্রিপুরাকে ২৬ ওভারে ২৬৩ রানের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রানেই থমকে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। ফলে ৯৮ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় দিল্লির দলটি।টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইস্ট দিল্লি রাইডার্স নির্ধারিত ৩৪ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৩১৮ রানের এক বিশাল স্কোর খাড়া করে। দিল্লির হয়ে ওপেনার অঙ্কিত প্রতাপ সিং মাত্র ৬৯ বলে ৮টি চার ও ৪টি ছক্কার সাহায্যে ১০২ রানের একটি বিধ্বংসী শতরানের ইনিংস খেলেন, যা তাঁকে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত করে। এছাড়া সূর্যাংশ রায়না (৫৯), মায়াঙ্ক রাওয়াত (৪৪) এবং অর্জুন রাপ্রিয়া (৩৫) ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন। ত্রিপুরার বোলারদের মধ্যে বিক্রম দেবনাথ ৪০ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া ভিকি সাহা এবং অধিনায়ক রজত দে ১টি করে উইকেট পান।২৬৩ রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ত্রিপুরার টপ অর্ডার দিল্লির বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে কিছুটা চাপে পড়ে যায়। ওপেনার সাহিল সুলতান ৩৮ রান এবং মিডল অর্ডারে নিরুপম সেন ও হৃতুরাজ ঘোষ রায় ২২ রান করে আউট হন। তবে লোয়ার-অর্ডারে নেমে অরিন্দম বর্মন মাত্র ১৮ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৪২ রানের একটি অপরাজিত ও ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের পরাজয়ের ব্যবধান কিছুটা কমান। দিল্লির পক্ষে হর্ষ ত্যাগী ২৬ রান দিয়ে ২টি এবং আশিস মিনা ১টি উইকেট নেন। টুর্নামেন্টে এটি ত্রিপুরার প্রথম পরাজয়, এর আগে তারা ২৮ মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে ৭ উইকেটে এবং ২৯ মে ঝাড়খণ্ডকে ৪৫ রানে পরাজিত করেছিল। অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে ঝাড়খণ্ডের কাছে হারলেও আরবিআই এবং ত্রিপুরাকে হারিয়ে এটি ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের টানা দ্বিতীয় জয়।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রচন্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এমনই পরিস্থিতিতে কঁচিকাঁচারা কলেজ টিলা লেকের জলে স্নান করছে। ছবি নিজস্ব।

৫ জুন পুষ্পবন্ত প্যালেসে পাঁচতারা হোটেল প্রকল্পের ভূমিপূজনে অংশগ্রহণ করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: আগামী ৫ জুন ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সফরকালে তিনি রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় চলমান বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করবেন এবং আগরতলার পুরাতন রাজভবন অর্থাৎ পুষ্পবন্ত প্যালেসে প্রস্তাবিত পাঁচতারা হোটেল প্রকল্পের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা এ কথা জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে সীমান্ত নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব পাবে। বিশেষ করে ত্রিপুরা, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট বর্ডার ফেন্সিং প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অমিত শাহ পশ্চিম ত্রিপুরা ও সিপাহিজলা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাও পরিদর্শন করতে পারেন। তবে তাঁর চূড়ান্ত সফরসূচি এখনও নির্ধারিত হয়নি। সফরকালে তিনি লঙ্কামুড়া সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন সহ ও বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন বলে খবর।

এদিকে, ৪ জুন মেঘালয়ে অনুষ্ঠিতব্য ২৩তম প্লেনারি অধিবেশনে যোগ দিতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। তিনি জানান, এর আগের প্লেনারি অধিবেশনের আয়োজন করেছিল ত্রিপুরা।

বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের আহ্বায়ক হিসেবে ওই অধিবেশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরও বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (টিএসএসি)-এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কেও অধিবেশনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে।

উল্লেখ্য, আগরতলার ঐতিহ্যবাহী পুষ্পবন্ত প্যালেসকে কেন্দ্র করে একটি আধুনিক পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

রামঠাকুর সেবাশ্রমে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মীর অর্থ দান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।।বাবা মায়ের স্মৃতি:খোয়াইয়ে রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উন্নয়নে অবসরপ্রাপ্ত ব্যঙ্ক কর্মীর দান---:স্বর্গত বাবা মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে খোয়াইয়ের অবসরপ্রাপ্ত ব্যঙ্ক কর্মী অসামান্য দানের নজির গড়লেন।অবসরপ্রাপ্ত ব্যঙ্ক কর্মী হলেন মানিক দত্ত।তিনি ইউনাইটেড ব্যঙ্ক অব ইণ্ডিয়া(বর্তমান পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যঙ্ক)--র অবসরপ্রাপ্ত কর্মী।তিনি ওনার স্বর্গত পিতা প্রয়াত পরীক্ষিত দত্ত ও স্বর্গত মাতা চঞ্চলবালা দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে খোয়াইয়ের স্থানীয় রামঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রমের উন্নয়নে সম্প্রতি মোট দশ লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দান করেছেন ইতিমধ্যে শ্রী দত্ত তার আর্থিক দানের অর্থ স্থানীয় রামঠাকুর সেবা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন।মানিক দত্ত ইতিমধ্যে খোয়াইয়ের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে আর্থিক দানের নজির স্থাপন করেছেন।এধরনের ব্যতিক্রমী সামাজিক দানের জন্য খোয়াই রামঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রম কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে খোয়াইয়ের অবসরপ্রাপ্ত ব্যঙ্ক কর্মী মানিক দত্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ভিলেজ পরিচালনার দায়িত্ব চেয়ে ডেপুটেশন দিল তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২ জুন: এডিসি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই আমবাসা ব্লকের জগন্নাথপুর এডিসি ভিলেজ কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব চেয়ে ডেপুটেশন দিল তিপ্রা মথা দলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

মঙ্গলবার দুপুরে জগন্নাথপুর ভিলেজ সচিব মারফৎ ব্লক আধিকারিক সকাশে তারা এই ডেপুটেশন প্রদান করে। যার সাথে ১২ জনের নামের তালিকা সম্বলিত একটি অ্যাডহক কমিটিও প্রস্তাবাকারে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ব্লক আধিকারিক এই তালিকায় অনুমোদন দিলে এই কমিটিই ভিলেজের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করবে। ভিলেজ সচিব আজই এই তালিকা সম্বলিত স্মারকলিপি ব্লক আধিকারিকের নিকট পাঠাবেন বলে জানিয়েছে।

সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন আগ্রহী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার হিসেবে আবেদন আহ্বান করেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত বসবাসকারী ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী আগ্রহী পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক (দশম শ্রেণি) উত্তীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পিডব্লিউডি অ্যাসোসিয়েশনের চাবি দখলে মরিয়া জহরপন্থীরা, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিযোগে উত্তপ্ত ধর্মনগর

ধর্মনগর, ২ জুন : ধর্মনগরে পিডব্লিউডি অ্যাসোসিয়েশনের চাবি দখলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের অভিযোগে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একাংশের কর্মী-সমর্থক বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কাজ ও প্রভাব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার লক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য, পিডব্লিউডি, ডিডব্লিউএস-সহ বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সঙ্গে যুক্ত একাংশের প্রভাবশালী গোষ্ঠী এখন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করার চেষ্টা করছে। অভিযোগ উঠেছে, পূর্বে অন্য শিবিরে থাকা কয়েকজনও নির্বাচনের আগে পক্ষ পরিবর্তন করে বর্তমানে জহর চক্রবর্তীর অনুগত হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, পিডব্লিউডি অ্যাসোসিয়েশনের চাবি বর্তমানে বিশ্ববন্ধু সেনপন্থী একাংশের কাছে রয়েছে। সেই চাবি নিজেদের দখলে নিতে ১ ও ২ জুন বিপুল সংখ্যক জহরপন্থী পিডব্লিউডি ও ডিডব্লিউএস দপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি চালায়। তাদের বক্তব্য, এতদিন যারা বিভিন্ন দপ্তরের কাজ থেকে সুবিধা ভোগ করেছে, তাদের আর কাজ করতে দেওয়া হবে না।

স্থানীয় মহলে অভিযোগ, বিক্ষোভে এমন কিছু ব্যক্তিকেও দেখা গেছে যাদের বিরুদ্ধে অতীতে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি ও দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার সকাল থেকে দুপুর প্রায় দেড়টা পর্যন্ত পিডব্লিউডি দপ্তরের সামনে অবস্থান চলতে থাকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছানোর পর বিক্ষোভকারীরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

এদিকে, এই ঘটনায় ধর্মনগর পুর পরিষদের কাউন্সিলর মনোজ আচার্যের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারি দপ্তরের সামনে এ ধরনের শক্তি প্রদর্শন ও চাবি দখলের প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করছে এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন তৈরি করছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে জহরপন্থী শিবিরের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এসএইচজি পণ্যের সরাসরি বাজার সংযোগে জোর জেলা প্রশাসনের

আগরতলা, ২ জুন: স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং সরাসরি বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সোমবার উনকোটি জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (ডিএমএমইউ), ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম)-এর উদ্যোগে এক ক্রেতা-বিক্রেতা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। জেলা শাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা উদ্যোক্তা এবং সম্ভাব্য ক্রেতারা অংশ নেন।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন বলেন, প্রকৃত নারী ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা জরুরি।

বৈঠকে ৬০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করেন। এসব পণ্যের প্রতি ক্রেতাদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সহযোগিতা ও সরাসরি ক্রয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

জেলাশাসক স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের এসএইচজি-র উৎপাদিত পণ্য ক্রয় ও বিপণনে সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, স্থানীয় দোকান ও বাজারে এসব পণ্যের বিক্রির সুযোগ বাড়ানো গেলে গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের পথ আরও সুগম হবে।

প্রদর্শিত পণ্যের মধ্যে ছিল সাবান, গ্রিন টি, স্যানিটারি প্যাড, খেলনা, পোশাক, কচুরিপানা দিয়ে তৈরি ব্যাগ, বাঁশের কুঁড়ি, আনারস, বেবি কর্ন এবং বিভিন্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী।

জেলাশাসক জানান, এসএইচজি পণ্যের বিপণন আরও কার্যকর করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি অ্যাগ্রিগেশন সেন্টার ও বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি কুমারঘাটে চালু হওয়া 'সম্পন্ন' ক্যাফে ও মার্কেটিং সেন্টারের কথাও উল্লেখ করেন, যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত তাজা শাকসবজি বিক্রি করা হচ্ছে।

অধিকারিকরা জানান, খুব শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে পণ্যের বিস্তারিত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ নম্বর আপলোড করা হবে, যাতে ক্রেতা ও উৎপাদকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

বৈঠকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সরাসরি বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি রূপরেখাও প্রস্তুত করা হয়।

হাম প্রতিরোধে কৈলাসহরে সচেতনতা র‍্যালি

কৈলাসহর, ২ জুন: হাম (মিজলস) প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে কৈলাসহরে একটি সচেতনতা র্যালির আয়োজন করা হয়। বি ফিট অ্যান্ড ফিট আদার্স সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ৭টায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে র্যালিটি শুরু হয়। এতে স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে হাম রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা পৌঁছে দেয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সন্দিপন ভট্টাচার্য্যসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

এ সময় বক্তারা বলেন, হাম একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ, যা বিশেষ করে শিশুদের জন্য মারাত্মক জটিলতার কারণ হতে পারে। তবে নির্ধারিত সময়ে টিকাদান নিশ্চিত করা গেলে এই রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বক্তারা অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় শিশুদের সময়মতো হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার বহন করেন। সেগুলোর মাধ্যমে "হাম একটি গুরুতর রোগ হতে পারে, আপনার সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষমতা আপনার হাতেই" এবং "টিকাই হাম প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়" শীর্ষক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

আম চাষে স্বনির্ভর তপন জ্যোতি, জল সংরক্ষণের দাবিতে কৃষকের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া,২ জুন: গন্ডাছড়া মহকুমার ঠাকুরছড়া ভিলেজের গড়িয়া পাড়ার কৃষক তপন জ্যোতি চাকমা আম চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছেন। ২০২০ সালে গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়কের পাশে প্রায় ১২ কানি জমিতে ১১ জাতের প্রায় ৭৫০টি আমগাছ রোপণ করেন তিনি। ২০২৩ সাল থেকে বাগানে ফলন শুরু হয়। বর্তমানে বছরে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার আম বিক্রি হচ্ছে বলে জানান তিনি। বাগান তৈরিতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। বাগানে নিয়মিত চারজন শ্রমিক কাজ করেন।

ডিডিইউ-জিকেওয়াই ২.০-র সাফল্য: ত্রিপুরায় সৌর প্রযুক্তিবিদ হিসেবে চাকরি পেলেন ১৮ জন বিএপিএল পরিবারের যুবক-যুবতী

আগরতলা, ২ জুন: গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও সবুজ জ্বালানি উদ্যোগে নতুন মাত্রা যোগ করে ত্রিপুরায় দিনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (ডিডিইউ-জিকেওয়াই) ২.০-এর আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৮ জন প্রার্থী সফলভাবে চাকরি লাভ করেছেন। বিএপিএল পরিবারের এই যুবক-যুবতীরা নিউ ডিরেকশনস এডুকেশনাল সোসাইটিতে 'সোলার ফটোভোল্টাইক টেকনিশিয়ান' হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর তাঁদের আগরতলার মহামায়া ট্রেডার্সে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিযুক্ত প্রার্থীরা বছরে ১.৪৪ লক্ষ টাকা বেতন পাবেন। পাশাপাশি কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত প্রণোদনার ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের মতে, এই সাফল্য গ্রামীণ যুবসমাজের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির ইতিবাচক প্রভাবকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পিএম সূর্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা'-র আওতায় রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৌর প্রযুক্তিবিদরা প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁরা রাজ্যে পরিচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহার ও প্রসারেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই নিয়োগ শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেনি, বরং ত্রিপুরার নবায়নযোগ্য শক্তি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা যুবক-যুবতীদের শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন ও কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথও সুগম করেছে।

চাকরি প্রাপ্ত সকল প্রার্থীকে তাঁদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং দ্রুত বিকাশমান সৌরশক্তি খাতে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়েছে।

আগামী দিনে ত্রিপুরায় শিল্পায়নের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: আগামী দিনে ত্রিপুরায় শিল্পায়নের এক বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এই শিল্পোন্নয়নের ফলে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতি আসবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিল্পায়নের এই সুফল কেবল শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর মাধ্যমে রাজ্যের দূরবর্তী ও প্রান্তিক এলাকার মানুষের, বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। আজ ত্রিপুরায় শিল্প ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিকাশ এবং বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও সুদৃঢ় করতে সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি অফ ত্রিপুরার গভর্নিং বডির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

বৈঠকের শুরুতে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে ত্রিপুরায় শিল্প সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন। একই সাথে, বর্তমানে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীরা রাজ্যের কোন কোন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, সে বিষয়েও তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে অবগত করেন। রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব এবং বিনিয়োগের উদীয়মান সুযোগসমূহ এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, ত্রিপুরার রবার, বাঁশ ও চা-সহ বিভিন্ন মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে কীভাবে নতুন শিল্প গড়ে তোলা যায় তা নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। পাশাপাশি শিল্প গড়ার পথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

খোয়াইয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুন: পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৫ জুন সারা রাজ্যের সাথে খোয়াই জেলাতেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হবে। এতে খোয়াই জেলার খোয়াই ব্লক, পদ্মবিল, তুলাশিখর, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া ও মুঙ্গিয়াকামী মোট ৬৯টি ভিলেজ ও ৫৬টি পঞ্চায়েতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হবে।

এই উপলক্ষ্যে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ সমূহে বিশেষ গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হবে ও বৃক্ষরোপণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সিঙ্গেল ইয়ুজ প্লাস্টিক বর্জন, পরিবেশবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা বিষয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এছাড়া তেলিয়ামুড়া ব্লকের রূপাছড়া মহিলাবান্ধব পঞ্চায়েতে তেলিয়ামুড়া ব্লকের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হবে।

কলকাতায় ত্রিপুরার মহিলাকে 'বাংলাদেশি' বলে কটূক্তির অভিযোগ, ঘটনার তীব্র নিন্দা 'আমরা বাঙালী' দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন: কলকাতায় কর্মসূত্রে বসবাসকারী ত্রিপুরার এক বাঙালি মহিলাকে চলন্ত বাসে 'বাংলাদেশি' বলে কটূক্তি করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে 'আমরা বাঙালী' দল। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে দলটির পক্ষ থেকে ঘটনাটির নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট মহিলা প্রতিদিনের মতো বাসে করে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার সময় ত্রিপুরার আঞ্চলিক টানে বাংলা ভাষায় কথা বলছিলেন। সেই সময় কয়েকজন সহযাত্রী তাঁকে 'বাংলাদেশি' বলে সম্বোধন করে কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। তবে ওই মহিলা সাহসিকতার সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ করেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমরা বাঙালী' দলের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের মন্তব্য ও বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা অতীতেও সামনে এসেছে। দলটির মতে, ভাষা ও আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও ভারতীয় নাগরিককে হেয় প্রতিপন্ন করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলে কটাক্ষ করার প্রবণতা উদ্বেগজনক। এই ধরনের আচরণ সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির পরিপন্থী বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।

দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে।

'আমরা বাঙালী' দলের নেতৃবৃন্দ জানান, ভাষা, সংস্কৃতি বা আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও নাগরিককে অপমান করা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সকলেরই সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।

সংবাদ প্রকাশের পর মিলল প্রতিবন্ধী ভাতা, কৃতজ্ঞতা জানালেন মান্দাইয়ের রূপা দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মান্দাই, ২ জুন: সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর অবশেষে প্রতিবন্ধী ভাতার সুবিধা পেলেন মান্দাই ব্লকের লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজের কণ্ঠমণি ঠাকুরপাড়া এলাকার বাসিন্দা রূপা দেববর্মা। দীর্ঘদিন ধরে ভাতা থেকে বঞ্চিত থাকার পর সম্প্রতি তাঁর নামে প্রতিবন্ধী ভাতা অনুমোদিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে রূপা দেববর্মা সরকারি ভাতার সুবিধা পাচ্ছিলেন না। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আসে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সংবাদ প্রকাশের প্রায় এক মাসের মধ্যেই তিনি প্রতিবন্ধী ভাতা পেতে শুরু করেন।

ভাতা পাওয়ার পর রূপা দেববর্মা সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক এবং সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, এই আর্থিক সহায়তা তাঁর পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যতে সংসার পরিচালনায় সহায়ক হবে।

রূপা দেববর্মার স্বামী শায়ন দেববর্মাও সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, চার সদস্যের পরিবার নিয়ে বর্তমানে তাঁরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে বসবাস করছেন। পরিবারের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব রয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় একটি ঘর পেলে তাঁদের পরিবার বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আগরতলা-মুম্বাই সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর দাবি পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রীর

আগরতলা, ২ জুন: ত্রিপুরা ও মুম্বাইয়ের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডুর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি আগরতলা-মুম্বাই সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি পুনরায় তুলে ধরেন। এর আগেও তিনি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

মন্ত্রী জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার সঙ্গে দেশের প্রধান মহানগরীগুলোর যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বাণিজ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা, উচ্চশিক্ষা, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের বিভিন্ন সুযোগের কারণে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মানুষ ত্রিপুরা থেকে মুম্বইয়ে যাতায়াত করেন।

তিনি বলেন, সরাসরি বিমান পরিষেবা না থাকায় যাত্রীদের দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করতে হয়। পাশাপাশি যাতায়াত ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় এবং নানা ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। ফলে আগরতলা ও মুম্বইয়ের মধ্যে একটি সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হলে সাধারণ যাত্রীদের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পর্যটন ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সুশান্ত চৌধুরী আশা প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আগরতলা-মুম্বই সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর ব্যবস্থা করবে। এতে রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে এবং দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে।

পিএমডি টিকাকরণ শিবিরে গিয়ে উদ্ধার বিশাল অজগর, নিরাপদে ছাড়া হল সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ জুন: পশুদের পিএমডি (ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ) টিকাকরণ কর্মসূচি চলাকালীন একটি বিশাল আকৃতির অজগর সাপ উদ্ধার করে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে নিরাপদে ছেড়ে দিলেন ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসালয়ের কর্মীরা।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত চন্দননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডে পিএমডি টিকাকরণ শিবির পরিচালনা করতে গিয়েছিল বিশালগড় ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসালয়ের মোবাইল ক্লিনিক। ওই সময় এলাকায় একটি বড় আকারের অজগর সাপ দেখতে পান চিকিৎসাকর্মীরা।

খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান প্রাণী চিকিৎসালয়ের চালক, চিকিৎসক এবং সহায়ক কর্মীরা সতর্কতার সঙ্গে অজগর সাপটিকে উদ্ধার করেন।

পরে উদ্ধার হওয়া সাপটি সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের চিকিৎসক ডা. কেশব দেবনাথের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে অজগরটিকে অভয়ারণ্যের একটি নিরাপদ স্থানে অবমুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয়দের তৎপরতা এবং প্রাণী চিকিৎসালয়ের কর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে সাপটি যেমন নিরাপদে উদ্ধার হয়েছে, তেমনি কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas